দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:49 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৮ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ৪ নভেম্বর ২০২২ ১৭ কার্ত্তিক ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

জনপ্রিয়তা বাড়ছে আইমার

সোশ্যাল মিডিয়া ইদানীং নতুন একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য একদল 'ভক্ত' উঠেপড়ে লেগেছে। নানাভাবে চেষ্টা হচ্ছে আইমার খুঁত খুঁজে বের করার। ফলে আইমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের পাশাপাশি প্রতাপপুর দরবার শরিফের শ্রদ্ধেয় পিরসাহেব এবং আইমার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হুসাইনি এবং তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণে নেমেছে এই ভক্তকুল।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

'নন্দীগ্রাম প্রত্যাখ্যান করেছে শুভেন্দুকে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দীগ্রাম শুভেন্দুকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ শুভেন্দু-গড়ে নতুন দায়িত্ব নিয়েই ঝাঁঝালো আক্রমণ করবলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। মঙ্গলবার তিন নন্দীগ্রামের বিদ্রোহী বিজেপি নেতাদের সঙ্গে চা চক্রে অংশ নেওয়ার পর বলেন, নন্দীগ্রাম বিশ্বাসঘাতকদের মানবে না। তাই শুভেন্দু অধিকারীকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

কুণাল ঘোষ বলেন, সব জায়গায় আমাদের কর্মীরা উজ্জীবিত। তাঁরা উৎসাহ নিয়ে দেওয়াল লিখছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে কাজ করছেন। তাঁরা বুঝে গিয়েছে, দুয়ারে সরকার হল তৃণমূলের। আর দুয়ারে বেইমান হল শুভেন্দু। শুভেন্দুকে নিশানা করে কুণাল হুঙ্কার ছাড়েন, উনি আগে টুইট করে জানান, ওনার পরিবার কী কী সুবিধা পেয়েছেন। এদিনই কুণাল ঘোষকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর মোকাবিলায় কুণাল ঘোষকে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠিয়েছে তৃণমূল। তাঁর দায়িত্ব সমন্বয়সাধন। তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, পূর্ব মেদিনীপুরকে আমি নতুন দায়িত্ব হিসাবে দেখছি না। আমাকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছেন। হলদিয়াকে কেন্দ্র করে দেখতে বলেছেন। আমি সৈনিক হিসাবে দেখব। আমি সাধ্যমতো সাহায্য করব। তৃণমূল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই জেলায় দারুন কাজ করেছে, করছেও। আমাকে এই জেলায় পাঠানো হয়েছে সহযোগী করে। আমি সহযোগীর ভূমিকা পালন করব।

দায়িত্বে নিয়েই বোমা ফাটালেন কুণাল ঘোষ

তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী হলেন একজন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। সিম্বল অফ গদ্দার। তাঁর গদ্দারির জন্যই তৃণমূলে খানিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তাঁকে বিশ্বাস করে নন্দীগ্রাম-সহ পূর্ব মেদিনীপুর ছেড়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি সেই বিশ্বাসের মর্যাদারক্ষা করেননি। তাই তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে একটু সমন্বয়ের অভাব ছিল। সেই সমন্বয় রক্ষা করতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। কুণাল ঘোষ বলেন, আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসিনি। ও আমার এলাকায় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকলে, আমার এখানে থাকলে কী দোষ? জানি তো কোন ওষুধে ওর গা চিড়বিড় করে। আমি এখানে আসলে ওর গায়ে জ্বালা ধরে কেন? তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে টক্কর দিচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেস এখন জনসমুদ্রের নাম। আর মানুষ সেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা মানবে না। নন্দীগ্রামে কারচুপি করে জিতেছেন শুভেন্দু। মামলা এদিক ওদিক করতে চাইছেন। নন্দীগ্রামে মানুষ এখন ওনার বিপক্ষে চলে গিয়েছেন।

কুণাল ঘোষ আরও বলেন, শুভেন্দুর মতো ডাকাতদের জিন্দাবাদ ঘোষণা করতে হয়। কয়েক মিনিটে দেখুন কী কী ঘোষণা আসে। আপনাদের যা যা অভিযোগ তা অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেড বিরুদ্ধে। আদি বিজেপি বিদ্রোহ করছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

ভোটের মুখে গুজরাটে সিএএ-র প্রয়োগ

'নোংরা রাজনীতি' বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন আর ২০১৯ সালের সিএএ, দুটোর মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিস্তর ফারাক করে দিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গুজরাটের আনন্দ ও মেহসানা জেলায় অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। যা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। দেশের বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে কংগ্রেস শিবির থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে।

সামনেই গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যেই কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নেওয়া এই সিদ্ধান্তে অনেকেই রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গুজরাটে ভোটের মুখেই কেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগ করার তোড়জোড় শুরু করেছে, তা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে বিঁধেছেন একাধিক বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যেমন বলেছেন, "গুজরাটের এই মডেল বাংলায় কার্যকর হবে না। গুজরাটে ভোট বলেই এসব করেছে। আমরা এখানে সবাই নাগরিক। এরাজ্যে সিএএ করতে দেব না।" তবে শুধু বিরোধীরাই নয়, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিজেপির অন্দরেই। এ রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, "পুরনো আইনেই যদি নাগরিকত্ব দেওয়া হয় তা হলে সিএএ-র জন্য এত আন্দোলন করা হল কেন?" অসীম সরকারের প্রশ্ন যে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত, তা মানছেন বিজেপির জাতীয় স্তরের অনেক নেতাও।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন আর ২০১৯ সালে বিজেপির আনা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের মধ্যে তেমন কোনও ফারাক নেই। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত বা ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম নেওয়া কোনও মানুষ যদি ভারতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি পার করে ফেলেন, তবে তিনি আবেদন করলে তাঁকে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সেখানে কিন্তু কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখ ছিল না। হিন্দু, মুসলমান থেকে শুরু করে সব ধর্মের মানুষই নাগরিক হবার জন্য আবেদন করতে পারতেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

বন্দুকবাজ হামলা! পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন গুলিবিদ্ধ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

রাহুল-ম্যাজিক শুরু দেশে

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ শত্রুঘ্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন বিজেপিকে। রাহুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, ভারত জোড়ো যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। পাপ্পু বলে কটাক্ষ করেছিলেন আপনারা। তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন রাহুল। এবার ক্ষমতা থাকলে ভারত জোড়ো যাত্রার মতো কিছু করে দেখাক বিজেপি। কোনও রাখঢাক না করে সোজা সাপ্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি মনে করেন, রাহুল গান্ধী বিজেপিকে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে। ভারত পরিক্রমার পর অন্তত কেউ রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু বলে কটাক্ষ করবেন না। আর পারলে রাহুল গান্ধী যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, তার মতো কোনও কর্মসূচি নিয়ে দেখান। শত্রুঘ্ন সিনহা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারত জোড়ো যাত্রায় যথেষ্ট ভালো সাড়া পেয়েছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী ক্যারিশ্মা দেখাতে শুরু করেছেন। মানুষের কাছ থেকে সমর্থনও পাচ্ছেন। বিজেপি তাঁর কীর্তিকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করলেও মানুষের সমর্থন এমনভাবেই বাড়ছে যে ধোপে টিকছে না কিছুই। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, আমার মনে হল, রাহুল গান্ধী এই ভারত জোড়ো যাত্রা করেই লোকসভায় নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন দ্বিগুণ করে ফেলবেন। এমনকী তিনি ভারত জোড়ো যাত্রায় সঙ্গে বিজেপির রথযাত্রার তুলনাও করে বলেন, রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা কিন্তু বিজেপির রথ যাত্রার মতো নয়। রাহুল গান্ধী মানুষের সঙ্গে হাঁটছেন। লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে সমর্থন করে রাস্তায় নেমেছেন। শত্রুঘ্ন বলেন, রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু বলে কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁকে সেই কটাক্ষ পুনরায় করার আগে যদি দম থাকে তাহলে ভারত জোড়ো যাত্রার মতো কিছু একটা করে দেখান।

এর পর দুয়ের পাতায়

যীশু খ্রিস্ট নাকি হিন্দু!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইদানীং গল্পের গরু গাছে চড়ানোতে বেশ পারদর্শিতার প্রমাণ দিচ্ছেন হিন্দুত্ববাদীরা। হজরত মহম্মদ সা.-এর পর এবার যীশু খ্রিস্টও 'হিন্দু' ছিলেন বলে অবাস্তব দাবি করলেন পুরীর গোবর্ধন পিঠের শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। তাঁর আরও দাবি, তিন বছর পুরীতে থাকা-সহ যীশু নাকি মোট দশ বছর ভারতে কাটিয়েছিলেন। এদিকে শঙ্করাচার্যের এই দাবিতে চটে লাল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষরা। ভ্রান্ত ও মনগড়া কথা বলে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন শঙ্করাচার্য,

পুরীর শঙ্করাচার্যের মন্তব্যে ক্ষোভে ফুঁসছেন খ্রিস্টানরা

এমনটাই অভিমত তাঁদের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ইসলাম ধর্মের পয়গম্বর হজরত মহম্মদ সা. হিন্দু ছিলেন বলে বিতর্ক বাঁধিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। তাঁর বিভ্রান্তমূলক কথাবার্তা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা তাঁর নিন্দা করেছিলেন। সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তাঁরা শঙ্করাচার্যের শাস্তিও দাবি করেন। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। এবার খ্রিস্টানদের মহাপুরুষ যীশু খ্রিস্টকে 'টার্গেট' করে শঙ্করাচার্যের মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যীশু খ্রিস্টকে নিয়ে ঠিক কী বলেছেন গোবর্ধন পিঠের শঙ্করাচার্য? পুরীতে তিন বছর থাকাকালীনই নাকি হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন যীশু। পরে তাঁর ধর্মান্তকরণ হয়।

এর পর দুয়ের পাতায়

দুয়ারে সরকার, আপনার দরকার

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐকান্তিক উদ্যোগে

২৭টি পরিষেবা নিয়ে

১ নভেম্বর ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হল

'দুয়ারে সরকার'

দুয়ারে সরকার-এর কর্মসূচি: ১–৩০ নভেম্বর, ২০২২

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন:
https://ds.wb.gov.in

এ পর্যন্ত দুয়ারে সরকার–এ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি নানাবিধ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

'দুয়ারে সরকার'-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার **ফর্ম বিনামূল্যে** পাওয়া যাবে।
ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না।
পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন। সহায়তার জন্য
(১০৭০/২২১৪–৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা আপনার নিকটতম
'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'-এ যোগাযোগ করুন।

৩১ ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে দুয়ারে সরকারের প্রাপ্ত আবেদনগুলির যথাসম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান
স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

পাড়ায় সমাধানের আবেদন নেওয়া হবে
১–১৫ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত।

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

পড়ে আছে সন্তান কোলে মায়ের দেহ

জোড়া বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা ১০০ পার

মোগাদিসু: পরপর গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা। সোমালিয়ার রাজধানী শহর মোগাদিসুতে সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০০ জনের। আহত প্রায় তিন শতাধিক। রবিবার সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মহম্মদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর জানিয়েছেন মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০০। এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন এই ঘটনার দায় স্বীকার না করলেও প্রেসিডেন্টের দাবি, ইসলামিক সংগঠন আল শাবাব এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সাধারণত ওই সংগঠনের হামলায় ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর, আর এরা কোনও দায় স্বীকার করে না। প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মহম্মদ জানিয়েছেন, ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কোলে সন্তান নিয়ে কোনও মায়ের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন অসুস্থ, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ ব্যবসায়ী।

সোমালিয়া

প্রথমবার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় সে দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের কাছেই। মোগাদিসুর অত্যন্ত ব্যস্ত একটি জায়গায় প্রথম গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর ঠিক পরেই যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অ্যাম্বুল্যান্স, বহু মানুষ আহতদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, সেই সময়েই আরও একটা বিস্ফোরণ ঘটে। কার্যত রক্তের বন্যা বয়ে যায় ওই এলাকায়। প্রবল বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের বাড়ির জানালা ভেঙে যায়। এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

অন্যদিকে ঘটনাস্থলের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে চারপাশ। মানুষজন ছোটাছুটি শুরু করেছেন আতঙ্কে। ২০১৭-তে সোমালিয়ার ওই জায়গায় বিস্ফোরণের অন্তত ৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, সেই জায়গাতেই এই পরপর দুই বিস্ফোরণ ঘটে। সেবার একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এবার সেই একই জায়গায় ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সোমালিয়া পুলিশের মুখপাত্র সাদিক ডুডিশে জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় ঠিক দুপুর ২ টো নাগাদ ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মূলত সাধারণ মানুষকে নিশানা করেই এই হামলা হয়ে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় সোমালিয়ার এক সাংবাদিক মহম্মদ কোনারও মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত এক দশক ধরে সোমালিয়ায় আল-কায়েদা আর আল-শাবাবের মধ্যে লড়াই চলছে। সরকার সরিয়ে শরিয়া আইন বলবৎ করতে মরিয়া তারা। কখনও হোটেল, কখনও রেস্তোরাঁ, কখনও দোকানগুলিকে নিশানা করছে সন্ত্রাসবাদীরা।

কেন ঘনিয়ে আসছে চিন-তাইওয়ান যুদ্ধ?

তাইওয়ান: তাইওয়ানকে দীর্ঘদিন ধরেই তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে চিন। যদিও এজন্য তারা কোনওদিন সামরিক অভিযান করেনি। কিন্তু রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে এখন চিন-তাইওয়ান নিয়েও নতুন করে সংকট ঘনিয়েছে। এমনিতে তাইওয়ান নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান নিয়ে কিছু বলে তখনই দাঁত-নখ বার করে বেজিং। কেন হঠাৎ গণতান্ত্রিক একটি দেশকে চিন তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে? আসুন জেনে নেওয়া যাক, কেন চিন তাইওয়ানকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে।

তাইওয়ান একটি দ্বীপ। স্বভাবতই চিনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। সতেরো শতকে চিনে কিউয়িং রাজবংশের শাসনকালে প্রথমবার এই দ্বীপটি চিনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। ১৮৯৫ সালে, প্রথম চিন-জাপান যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল চিনের। সেই সময় দ্বীপটির দখল নিয়েছিল জাপানিরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর, ১৯৪৫ সালে চিন ফের তাইওয়ানের দখল নিয়েছিল। কিন্তু, এর পরই চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী চিন সরকার এবং মাও সেতুং-এর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চিনের মূল ভূখণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টরা জয়লাভ করার পর, চিয়াং কাই-শেক এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী দল, কুওমিনতাং-এর বাকি নেতারা পালিয়ে গিয়ে তাইওয়ানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী কয়েক দশক কুওমিনতাং, তাইওয়ান শাসন করেছিল তারা। এই ইতিহাস তুলে ধরেই চিন দাবি করে, তাইওয়ান আসলে চিনের একটি অংশ ছিল। কিন্তু তাইওয়ানও কি তাই মনে করে?

তাইওয়ান বলে, তারা কখনই আধুনিক চিনের অংশ হয়নি। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পরে যে চিন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, তারও অংশ ছিল না। ১৯৪৯ সালে মাওয়ের নেতৃত্বে যে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন গঠিত হয়েছিল, তারও নয়। তাইওয়ানের বেশিরভাগ নাগরিকই চিন-তাইওয়ান সমস্যা বিষয়ে ইদানীংকালের 'স্থিতিশীলতা'ই বজায় রাখতে চান। এবং বেজিং যদি তাইওয়ান আক্রমণ না করে, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ তাইওয়ানবাসীই চিনের থেকে স্বাধীন হতেই চান। তাইওয়ানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই চিনের সঙ্গে তাদের দেশের একীকরণের বিরোধী। তারা মনে করে, তাদের দেশ এক সার্বভৌম রাষ্ট্র, যার সরকারি নাম 'চিন প্রজাতন্ত্র'। তাই আলাদা করে চিনের থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তিরও কিছু নেই।

যদি শেষ পর্যন্ত চিনের সঙ্গে তাইওয়ানের যুদ্ধ লাগে, তা হলে কী হবে? যদি চিনের দখলে চলে যায় তাইওয়ান, তাহলেই-বা কী হবে? বিশ্ব-রাজনীতি বা বিশ্ব-কূটনীতিতে কি এজন্য কোনও পরিবর্তন আসবে? ভারতেরই-বা কী হবে? এ জাতীয় নানা প্রশ্ন এখন ভিড় করছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

'ইউক্রেনবাসী ঠান্ডায় জমে মারা যাবে'

কিয়েভ: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। চলতি মাসে ইউক্রেনের একাধিক পাওয়ার প্ল্যান্টে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আর তার জেরে নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। এবারের শীতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় কিয়েভের মেয়র। মানুষজন ঠান্ডায় জমে মারা যাবে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিশকোর কাতর আর্তি, পশ্চিমী দেশগুলি যদি দ্রুত কম্বল ও জেনারেটর না পাঠায়, তাহলে এবারের শীতে ঠান্ডায় জমে মারা যাবেন ইউক্রেনবাসী। ব্রিটেনের এক সংবাদমাধ্যমকে কিয়েভের মেয়র জানিয়েছেন, "আমাদের কম্বল ও জেনারেটরের প্রয়োজন, নাহলে আমরা ঠান্ডায় জমে মারা যাব। আমরা আমাদের নাগরিকদের জীবন বাঁচানোর জন্য যা কিছু সম্ভব, সব করছি। কিন্তু এবারের শীত আমাদের জন্য সত্যিই চ্যালেঞ্জের হতে চলেছে।" ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ইতিপূর্বেই জানিয়েছিলেন, রাশিয়ান মিসাইল ও ড্রোন হামলায় সে দেশের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর প্রায় ৪০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিশকো জানিয়েছেন, তারা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জেনারেটর কিনতে পেরেছেন। প্রায় এক হাজার ভ্রাম্যমাণ 'হিটিং পয়েন্ট'ও তৈরি করা হয়েছে কিয়েভ শহরে। আগামী দিনে শীত আরও বাড়লে কিয়েভে রাতের তাপমাত্রা ৫ ৬ করে কমবে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। এদিকে চলতি মাসের শুরুর দিকেই কিয়েভের বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, বিদ্যুৎ পরিষেবা ভীষণভাবে ব্যাহত হতে পারে শহরে। সম্প্রতি যে এয়ার স্ট্রাইকগুলি হয়েছে, তার জেরে কিয়েভে বিদ্যুতের সমস্যা আরও তীব্র আকার নিতে পারে। ইতিমধ্যে কিয়েভের বাইরেও ইউক্রেনের বেশ কিছু জায়গায় ব্ল্যাকআউটের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। ডিপ্রো শহর-সহ মধ্য ইউক্রেনের বেশ কিছু জায়গা ব্ল্যাকআউট হতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এর জেরে প্রায় ৪০ লাখ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, এভাবে শেলিং করে ইউক্রেনকে দমিয়ে দেওয়া যাবে না।

'যথেষ্ট হয়েছে! এই গ্রামে আর একটি বিয়েও নয়!'

নরফোক: বিয়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত গ্রামবাসীরা। পড়ল রীতিমতো নোটিস। সেখানে তাঁরা দাবি তুললেন তাঁদের গ্রামে আর একটি বিয়েও দেওয়া যাবে না। এই ছবি ইংল্যান্ডের উত্তর নরফোকের অক্সনিড হল এস্টেটের। বিত্তবানদের বিলাসবহুল বিয়ে, পার্টি, ছুটির অবসর হিসেবে এই গ্রাম পছন্দের প্রথম তালিকায় ছিল বরাবরই। তবে তার জেরে গ্রামবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ।

গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিয়েতে আগত অতিথিরা তাঁদের বাগান তছনছ করেন। এমনকী, সেখানে নাকি তাঁরা মূত্রত্যাগ করতেও পিছপা হন না বলেই অভিযোগ। অতঃপর গ্রামে নোটিস পড়েছে 'অক্সনিডে নতুন বর ও কনে স্বাগত নন।' নরফোকে ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক এস্টেটের পাশেই লাগানো হয়েছে সেই নোটিস। লেখা হয়েছে, 'এক্সক্লুসিভ? এ বছর একশোর বেশি বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর একটিও নয়। যথেষ্ট হয়েছে।' অতিথিদের অভব্য আচরণের পাশাপাশি স্থানীয়দের কাছে বিরক্তিজনক রাতভর তারস্বরে গান-বাজনার হট্টগোলও। এর ফলে

নোটিশ গ্রামবাসীদের

শিকেয় উঠেছে বাসিন্দাদের ঘুমও, অভিযোগ তাঁদের।

ষোড়শ শতকের নরফোক হল অতীতে ছিল নামী প্যাস্টন পরিবারের মালিকানাধীন। এখন এর কর্ণধার বেভারিল অ্যাসপিনাল। বরাবরই ফি বছর এখানে কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে এসেছে। কিন্তু ছবিটা পাল্টে গিয়েছে অতিমারির পর। এই দু' বছর যে জুটিরা তাঁদের বিয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিলেন, তাঁরা এখন বিয়ে সারছেন নরফোকে। ফলে সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এক লাফে। বিবাহবাসরের হুল্লোড়ের জেরে ওষ্ঠাগত গ্রামবাসীদের জীবনও।

যেন 'মৃত্যুর উৎসব'! কেউ পদপিষ্ট, কারও হার্ট অ্যাটাক

সিওল: হ্যালোউইন উৎসব নিমেষের মধ্যে হয়ে গেল মৃত্যুপুরী। দক্ষিণ কোরিয়ায় শনিবার অনুষ্ঠিত হ্যালোউইন উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫০ জনের। গুরুতর আহত আরও ৮৫০ জন। রাজধানী সিওলের ইতায়ুনের একটি সরু গলিতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, উৎসবে ভিড়ের চাপেই এমন ঘটনা। উদ্ধারকাজ শুরুর পরও বহু মানুষ কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন মানুষজন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, শনিবার রাতে সেখানকার আইটেওন জেলায় ওই বাজারে প্রায় লক্ষ লোকের ভিড় হয়েছিল। একটি সরু গলিতে কয়েকশো দোকানের ভিতর বহু ক্রেতা ছিলেন। রাস্তাতেও জমায়েত ছিল। সে সময়ই এই বিপর্যয় ঘটে। শনিবার মাঝরাতের কিছু আগে ওই বাজারে ভিড়ের চাপ বাড়তে থাকে। তার

মৃত ১৫০ আহত ৮৫০ জন

বিভিন্ন স্থানে আটকে ছিলেন বহু সময়। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। ইতিমধ্যে ঘটনার পর জরুরি মিটিং ডেকেছেন দক্ষিণ কোরিয়ায় ইয়ুক সুক ইয়েওল। যে ক'জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কার্ডিয়্যাক অ্যারেস্ট হয়েছে বলেও প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে। বাকিরা পায়ের তলায় পিষে মারা গিয়েছেন। করোনার অতিমারির পরে প্রথমবার নো-মাস্ক হ্যালোইন পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ।

৩১ অক্টোবর হ্যালোউইন। তা পালনের জন্য রাজধানী সিওলের প্রাণকেন্দ্রে একটি বাজারে জেরে একটি হোটেলের কাছে অনেকে জ্ঞান হারান।

দুর্ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিমেষের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, রাস্তার ওপর ব্যাগে করে মরদেহ রাখা হয়েছে। জরুরি চিকিৎসাসেবা দিয়ে আহত ব্যক্তিদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন উদ্ধারকর্মীরা। রাস্তায় একজন আরেকজনের ওপর পড়ে আছেন, তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। কী ভাবে এমন ঘটল, তার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফিলিপাইনে ধ্বংসাত্মক ঝড়ের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে অনেছে। জলের পলিতে চাড়া পড়েছে অসখ্য মানুষ। উদ্ধারকারীরা দক্ষিণ ফিলিপাইনের মাগুইন্দানাওয়ের দাতু ওডিন সিনসুয়াত শহরে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

বিবিধ

'নোংরা রাজনীতি' বিজেপির

প্রথমপাতার পর

কিন্তু ২০১৯ সালে সংসদে সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাস করিয়ে সেই ধারাটাকেই পাল্টে দেয় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। ফলে নতুন সংশোধন অনুযায়ী মুসলিম বাদে অন্য ৬টি (যেমন—হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি) সম্প্রদায়ের শরণার্থীরা ভারতীয় নাগরিক হবার জন্য আবেদন করতে পারবেন। আর এখানেই বিরোধী দলগুলো ফুঁসে উঠেছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি, এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করা যায় না।

এর আগে এনআরসি, এনপিআর, সিএএ নিয়ে তীব্র আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছেন দেশবাসী। দিল্লির শাহীনবাগে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নৃশংস অত্যাচারও দমাতে পারেনি আন্দোলনকারীদের। মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষও যোগ দিয়েছিলেন আন্দোলনে। শাহীনবাগে গিয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টে সিএএ-এনআরসির বিরুদ্ধে দুশোর ওপর মামলা হয়েছে। ফলে তখনকার মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেলেও, গুজরাট ভোটে আবার নতুন করে সিএএ-র প্রয়োগ কেন্দ্র সরকারের নাছোড়বান্দা মনোভাবকেই স্পষ্ট করছে বলে অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

এদিকে ভোটের মুখে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের প্রয়োগ নিয়ে দেশ জুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের অভিমত, যেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গুজরাটের দুই জেলাতে অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তাতে বিচ্যুতি ঘটেছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের।

'নন্দীগ্রাম প্রত্যাখ্যান করেছে শুভেন্দুকে'

প্রথমপাতার পর

আর নন্দীগ্রামও শুভেন্দুকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুভেন্দুর নিশানায় তিনি বলেন, কেন্দ্রের টাকা আবার কী? ওটা রাজ্য থেকে রেভিনিউ কালেকশন করা। বাংলাকে টাকা না দিলে, বাংলার মানুষকে করমুক্ত ঘোষণা করো। ওটা শুভেন্দুর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। আমি সাধু-চলিত দুটো ভাষা জানি। ও যে ভাষা প্রয়োগ করে, সেই ভাষাতেও আমি উত্তর দিতে জানি। শুভেন্দু তো ওর বাবাকে হিংসা করে। ও বাবার শপথ বয়কট করেছিল। ওর কোনও তালজ্ঞান আছে নাকি? শুভেন্দু অধিকারীকে এদিন মানসিক বিকারগস্ত ও দেউলিয়া বলে ব্যাখ্যা করেন কুণাল। তিনি বলেন, এই শুভেন্দু বলত সিএএ, এনআরসি হতে দেব না। কীসের সিএএ? বলত, মোদী হটাও দেশ বাঁচাও। এখন ইডি-সিবিআইয়ের হাত থেকে বাঁচতে বিজেপির জুতো পালিশ করছে। সেই বিজেপি আবার সেতু বিপর্যয় থেকে নজর ঘোরাতে গুজরাতে সিএএ চালু করছে ঘুরপথে। এরা বিভ্রান্ত করছেন। এরা নজর ঘোরাতে চাইছেন। শুভেন্দুকে নিশানায় তিনি আরও বলেন, নির্লজ্জ বেহায়া শুভেন্দু অধিকারী। যদি রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট না হয়, তাহলে গোটা দেশেই তা করতে হবে। বাংলায় এক আর ত্রিপুরায় আর এক নিয়ম, এটা হয় না। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে গো-হারা হেরেছেন। আগে উনি সায়ন্তনের চিঠি পড়ুন, তারপর ওসব বলবেন। এরপরই তিনি বলেন, আগে ঘর সামলা পরে ভাববি বাংলা। কুণালের কথায়, ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ভবঘুরে আবাসে ওর জন্য বেড রাখা থাকবে। দিশাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব ভোটে হারছে। কাঁথিতে হেরেছে নিজের বুথে। আবার সে যাচ্ছে জ্ঞান দিতে।

রাহুল 'ম্যাজিক' শুরু দেশে

প্রথমপাতার পর

রাহুল তাঁর ভারত পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ম্যাজিক ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। আগামী নির্বাচনেই তার প্রতিফলন দেখা যাবে বলে মনে করেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এদিন বলেন, আমি মন থেকে চাই, ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে কংগ্রেস লাভবান হোক। ২০১৯ সালে লোকসভায় ৫২টি আসন জিতেছিল কংগ্রেস, এবার অর্থাৎ ২০২৪-এ কংগ্রেস আসন দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১০০-র উপরে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে বলে মনে করছেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ। সোমবার ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। আর রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা এখন তেলেঙ্গানায় অবস্থান করছে। এদিন ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাহুল বলেন, বর্তমান সরকারে আমলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশকে আরএসএসের হাত থেকে রক্ষা করবে। এদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবসেও শ্রদ্ধা জানান রাহুল।

রাত নামলেই ভূতের রাজ কলকাতা হাইকোর্টে!

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে সন্ধ্যা নামলেই ঘুরে বেড়ায় অশরীরী আত্মারা। ভূতের এহেন উপদ্রবের গল্প শোনা যায় মহাকরণ থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি-সহ বহু স্থানে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট নিয়ে এমন কথা আগে শোনা যায়নি। মঙ্গলবার এক মামলা চলাকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গেল সেই ভূতের গল্প। কলকাতা হাইকোর্টের এমন ঘটনা শুনলে অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টেও যে রাত নামলে ওঁদের ঘোরাফেরা চাক্ষুশ করেছেন অনেকে ,সেই গল্প শোনা গেল এদিন। কলকাতার বহু হেরিটেজ বাড়ির মতো হাইকোর্টেও রাত নামলে ভূতের দেখা মেলে। এদিন খোদ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এজলাসে বসে শোনালেন সেই ভূতের কাহিনি। কিন্তু হঠাৎ কেন কলকাতা হাইকোর্টে ভূতের কাহিনি সামনে এল? কেনই বা তা উত্থাপন করলেন বিচারপতি স্বয়ং? মঙ্গলবার ২০১৪ সালের টেট-প্রার্থীদের মামলার শুনানির শেষে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের আইনজীবীকে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট যে ২৬৯ জন টেট-প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তাঁদের মামলাগুলি বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত শোনা যেতে পারে। তারপরই সামনে আসে ভূতের তত্ত্ব। বিচারপতির কথা শুনেই এক আইনজীবী বলে ওঠেন, সন্ধ্যের পর মামলা চলবে! কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের রাত মানেই তো ভয়ঙ্কর। অতৃপ্ত আত্মার আনাগোনা। তখন খোদ বিচারপতি বলেন, এ কথা অবশ্য ঠিক। এরপর তিনিই বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের ১১ নম্বর এজলাসের পাশে প্যাঁচানো সিঁড়িতে অশরীরী আত্মার উপস্থিতি রয়েছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বহুদিনের পুরনো সে কাহিনি। এই সিঁড়ির ভূতুড়ে গল্পের কথা আমিও জানি। তিনি জানান, কয়েক বছর আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন রাতে কলকাতা হাইকোর্টের এক নিরাপত্তাকর্মী বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে জানান, প্যাঁচানো সিঁড়িটি দিয়ে নামার সময়ে তাঁকে কেউ পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। সেই কেউ আর অন্য কেউ নন, তিনি যে অশরীরী আত্মার কথাই বলছেন তাও জানান। এমনকী তিনি ভূতের কাণ্ডকারখানা আগেও দেখেছেন বলে জানান পুলিশকর্মী। তারপর থেকেই সিঁড়ির ওই পথ রাত নামার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকী সেখানে পুলিশকর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়। তবে কলকাতা হাইকোর্টের শুধু ওই প্যাঁচানো সিঁড়িতেই অশরীরীর আনাগোনা দেখা গিয়েছে। অন্যত্র নয়। স্বয়ং বিচারপতির মুখ থেকে এই গল্প শোনার পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে হাইকোর্ট চত্বরে। কলকাতায় হাইকোর্টের অলিন্দে তেমন শোনা যায় না এই গল্প। মহাকরণ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হেস্টিংস হাউসের পর আরও একটি হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে এমন ঘটনা শোনা গেল। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এজলাসে বসে তা শোনানোর পর বেশ চর্চা শুরু হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভূতুড়ে কাণ্ড কারখানা নিয়ে।

যীশু খ্রিস্ট নাকি হিন্দু!

প্রথমপাতার পর

"বাইবেলে যীশুর জীবনের দশ বছরের কোনও উল্লেখ নেই। কারণ সেই সময়ে তিনি ভারতে ছিলেন। তার মধ্যে তিন বছর কাটিয়েছেন পুরীতে। দশ বছর ভারতে থাকার সময়ে বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করতেন যীশু। পুরীতে গিয়ে শঙ্করাচার্যের কাছ থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেই জন্যই বিদেশের বেশ কয়েকটি যীশুর মূর্তিতে তিলক দেখতে পাওয়া যায়।" মন্তব্য পুরীর ওই শঙ্করাচার্যের। এমনকী কুমারী মাতার সন্তান যীশু খ্রিস্টের বাবা-মাকেও হিন্দু বলে দাবি করেন তিনি। পুরীর গোবর্ধন মঠের জনসংযোগ অধিকর্তা মাত্রুদত্ত-সহ ওই মঠের কর্তৃপক্ষ শঙ্করাচার্যের এই অবাস্তব মন্তব্যকে শুধু সমর্থনই করেনি, উল্টে সেই বক্তব্যের সপক্ষে উদ্ভট যুক্তিও পেশ করেছে।

তবে খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা শঙ্করাচার্যের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রভু যীশুকে নিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভ্রান্ত প্রচার করছেন শঙ্করাচার্য। ভুবনেশ্বরের আর্চ বিশপ জন বড়ুয়ার মন্তব্য, "এইরকম কথা আগে কেউ কখনও বলেনি। বাইবেলেও এই ধরনের কথা লেখা নেই। যীশু হিন্দু ছিলেন, এই কথা একেবারে অবাস্তব। তিনি যদি সত্যি হিন্দু হয়ে থাকেন এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে খ্রিস্ট ধর্মের উৎপত্তি হল কোথা থেকে?" জন বড়ুয়ার দাবি, শঙ্করাচার্য যে মন্তব্য করেছেন তার সপক্ষে প্রমাণ থাকলে তা তাঁকে জনসমক্ষে আনতে হবে। অন্যদিকে ভুবনেশ্বরের আর এক যাজক বলেছেন, "যীশু কোনওদিন ভারতে আসেননি। শঙ্করাচার্যের কথার কোনও ভিত্তি নেই। যীশুর সম্পর্কে এইরকম বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করা একেবারেই ঠিক হয়নি।"

এদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি পুরীর গোবর্ধন পিঠের শঙ্করাচার্যের মন্তব্যে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সমাজতত্ত্ববিদরা। তাঁদের মতে, পুরীর শঙ্করাচার্যের এই মন্তব্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

দ্য ভয়েস অব আইমা

রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করল পাঁশকুড়া পৌর আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত প্রতাপপুর থেকে বিজয়নগর পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে কিছুদিন আগেই পথে নেমে তীব্র আন্দোলন করেছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। 'দ্য ভয়েস অফ ওয়াদি' পত্রিকায় সেই খবর ছাপাও হয়েছিল বেশ গুরুত্ব সহকারে। এবার রাস্তার নির্মাণের জন্য বরাদ্দ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠল নির্মাণকারী সংস্থা ও শাসকদলের কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করলেন পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের নেতৃত্বরা। পাঁশকুড়ার প্রতাপপুর থেকে বিজয়নগর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের যে বরাত দেওয়া হয়েছিল কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্সকে, তার প্যাকেজ নম্বর ডব্লিউবি ১৯/১২০ এবং নির্মাণের জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ২০৬.৫৮৮ লক্ষ টাকা। অভিযোগ, এত পরিমাণ টাকা ব্যয়বরাদ্দ থাকলেও রাস্তা নির্মাণে কোনও ওয়ার্ক সিডিউল

মানা হয়নি। উচ্চমানের সামগ্রীর বদলে অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। ফলে নতুন রাস্তা থেকে পিচ-সহ স্টোন চিপস উঠে যাচ্ছে হচ্ছে হাতের তালুর সামান্য চাপেই।

এদিকে স্থানীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে এই বিরাট দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করল টিম আইমা। হাতেনাতে দুর্নীতি ধরে সমাজের বুকে একটা ভালো ইমেজ তৈরি হয়েছে পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন পরিচালিত অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের। ফলে মানুষের মাঝে আইমার যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, আগামীদিনে তা আইমাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইমার লড়াইকে স্যালুট জানাতেই হয়। এই লড়াইকে কাজে লাগিয়ে আইমা নিজেদের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার যে চিন্তাভাবনা করেছে তাকে বাহবা দিয়েছেন তাঁরা।

অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ শাখার উদ্যোগে বুথস্তরে সংগঠনের বিস্তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন সংগঠনের সদস্যরা। সেই আলোচনাসভার একটি বিশেষ মুহূর্ত।

মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচন এগিয়ে আসছে। সেইসঙ্গে রাজ্যের কয়েকটি পুরসভাতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এখন থেকেই তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। এই তৎপরতা থেকে পিছিয়ে নেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে থেকেই আইমার বিভিন্ন ইউনিটে প্রস্তুতিসভা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার এমনই একটি সাংগঠনিক প্রস্তুতিসভার আয়োজন করল মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিট। সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এই ইউনিটের উদ্যোগে জেলা ও ব্লক কমিটি যৌথভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মহিষাদল রাজবাড়িতে। রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, সংস্কৃতি থেকে সংগঠনের আদর্শকে সাধারণ মানুষের মাঝে

ছড়িয়ে দেওয়া, ইত্যাদি নানাবিধ বক্তব্য উঠে আসে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায়। একইসঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেন নেতৃত্ব ও কর্মীরা। সংগঠনকে কীভাবে আরও প্রসারিত করা যায়, সে বিষয়েও আলাপচারিতা উঠে আসে। সব মিলিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার সাক্ষী ছিলেন উপস্থিত সকলে।

হাজার কুৎসার মধ্যেও জনপ্রিয়তা বাড়ছে আইমার

নন্দকুমারে যোগ শতাধিক পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোশ্যাল মিডিয়া ইদানীং নতুন একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য একদল 'ভক্ত' উঠেপড়ে লেগেছে। নানাভাবে চেষ্টা হচ্ছে আইমার খুঁত খুঁজে বের করার। ফলে আইমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের পাশাপাশি প্রতাপপুর দরবার শরিফের শ্রদ্ধেয় পিরসাহেব এবং আইমার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হুসাইনি এবং তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণে নেমেছে এই ভক্তকুল। এমনকী তাঁদের পূর্বপুরুষদের নিয়েও চলছে জঘন্য, কুরুচিকর মন্তব্য। কিন্তু এর বিপরীতে আইমাপ্রেমী মানুষ এবং সংগঠনের কর্মীরা সংযত রেখেছেন নিজেদের। কারণ অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো ব্যক্তি কুৎসায় নয়, বিশ্বাস করেন কর্মে। তাই তিনি সংগঠনের কর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ইটের বদলে পাটকেল নয়, বরং ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে হবে সবকিছু। এটাই আইমার নীতি ও শিক্ষা। আর এই নীতি ও শিক্ষা আছে বলেই হু হু করে জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে আইমার। যা আবার অত্যন্ত চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে আইমা-বিদ্বেষী ওই ভক্তদের। কিন্তু তাতে কুছ পরোয়া নেই। ভক্তকুলের যতই বিরোধিতা বা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থাকুক না কেন, আইমার জনপ্রিয়তায় যে জোয়ার এসেছে তাকে আটকাবে কে? ফল যা হবার তাই হচ্ছে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার বাড়ছে আইমার।

এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকে নতুন করে আবার প্রসার ঘটল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের। গত ৩০ অক্টোবর রবিবার নন্দকুমার ব্লকের ১২ নম্বর অঞ্চলের সাওড়াবেড়ার জালপাই-২ এরিয়ার অন্তর্গত ধান্যঘর, শ্যামসুন্দরপুর ও ঠাকুরচক গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার আইমার সঙ্গে যুক্ত হল। জানা গিয়েছে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ওই পরিবারগুলো সংগঠনের ছাতার নীচে এসেছেন। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষের এবং সমাজের জন্য প্রতিনিয়ত যেভাবে কাজ করে চলেছে, তার কোনও তুলনা চলে না। আর পাঁচটা সংগঠনের সঙ্গে আইমার পার্থক্য এটাই যে, মানুষের জন্য কাজ করলেও আইমা কোনও কৃতিত্ব দাবি করে না। উল্টে সাধারণ মানুষই আইমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই নন্দকুমার ব্লকের ধান্যঘর, শ্যামসুন্দরপুর ও ঠাকুরচক গ্রামের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আইমা সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতির কথা তুলে ধরেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের কাজ তাঁদেরকে আইমার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আইমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাই এতদঞ্চলের পরিবারগুলো আইমার হাত ধরে সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। সংগঠনের নীতি ও আদর্শকে মাথায় রেখে, ভাইজানের দেখানো পথে তাঁরা এগিয়ে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিনের এই যোগদান পর্বের মহতী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সদস্য তথা সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় কর্মী সেখ সাইফুদ্দিন, পাঁশকুড়া পৌর আইমা নেতৃত্ব সেখ সেলিম, সংগঠনের নন্দকুমার ব্লকের প্রাক্তন সম্পাদক সেখ আজগর, ওই ব্লকের যুব নেতৃত্ব সেখ সারুক প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন নন্দকুমার ব্লক আইমার যুব সদস্য সেখ ইসমাইল, সেখ সাইফুল, সেখ আসিক, সেখ আনিস, সেখ নাসির, সেখ সামিম, সেখ মুস্তাক আহমেদ, সেখ মুস্তাহাসান, সেখ ইসরাইল। শতাধিক পরিবারের আইমাতে যোগদান কর্মসূচির পাশাপাশি উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাঁদের স্বাগত জানান। সেইসঙ্গে সংগঠনের নীতি ও আদর্শকে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান তাঁরা।

আইমা সুপ্রিমোকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া কলম ধরলেন বাংলাদেশের মামুন মির্জা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাউকে সম্মান দেওয়া বা কাউকে অসম্মানিত করাটা নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহর ওপর। ফলে মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও যেমন কারও সম্মান নষ্ট করতে পারে না, তেমনই অনেক সম্মান দিলেও কাউকে অসম্মানিত হওয়া থেকেও রক্ষা করতে পারে না। তাই অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান মানুষের কাছে যে সম্মানের আসন পেয়েছেন, তা আল্লাহরই দান। কেউ তাকে প্রতিহত করতে পারবে না।

উপরের কথাগুলো মামুন মির্জা নামে এক বাংলাদেশি ভাইয়ের। যিনি আইমা সুপ্রিমোর সান্নিধ্যে এসে, তাঁর নম্র আচরণে মুগ্ধ হয়ে ভাইজান সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে ভালোবাসার আরেক নাম হল— সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। একজন বাংলাদেশি হিসাবে ভাইজানকে তিনি খুব পছন্দ করেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অকপটে স্বীকার করেছেন মামুন মির্জা।

বেশ কিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আইমা সংগঠন, হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ হোসেন, পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান এবং তাঁদের পরিবারকে নিয়ে নোংরা খেলায় মেতেছে একদল নেট নাগরিক। কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, গালিগালাজ থেকে শুরু করে প্রতাপপুর দরবার শরীফ নিয়ে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি। উল্টে সৈয়দ রুহুল আমিনের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধেও বিষোদগার করতে ছাড়েনি নীচ মানসিকতার এইসব মানুষগুলো। এরা আবার তথাকথিত এক পিরজাদার অন্ধ ভক্ত হিসাবেই পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। যদিও এত কিছুর পরেও পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া বা নোংরা মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন আইমা কর্মীরা। সংগঠনের সুপ্রিমো স্বয়ং রুহুল সাহেব পাল্টা জবাব দিতে নিষেধ করেছেন সংগঠনের কর্মীদের। বাংলাদেশি ভাই মামুন মির্জা এসব উপলব্ধি করার পর তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ''যাঁরা ছবি দেখিয়ে আইমা তথা ভাইজানকে বদনাম করার চেষ্টা করছে ও সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য বলি আইমা ও ভাইজান একটা ব্র্যান্ড। যাঁর কাছে প্রতিটা রাজনৈতিক দল আসতে বাধ্য। আর এটাই প্রমাণ করে যে আর সবার থেকে ভাইজান সম্পূর্ণ ভিন্ন।'' পাশাপাশি তাঁর কটাক্ষ, যেসব নেতারা উসকানি দিয়ে নিজের ভক্তদের ক্ষেপিয়ে তোলে, তারা আসলে রুহুল আমিনের যোগ্যতায় আসতে পারেনি বলে হীনমন্যতায় ভুগছে। কোনও জায়গায় পাত্তা না পেয়ে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ছে। আর নিজের ভক্তদের তাতিয়ে দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। সেইসঙ্গে তিনি একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, আজ যারা আইমা ও ভাইজানকে নিয়ে কুমন্তব্য করছে, আগামীকাল বিপদে পড়লে সর্বপ্রথম তারাই এসে আইমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কারণ তারা জানে আইমা মানুষের হয়ে কাজ করে, যে কোনও ধরনের বিপদে মানুষের পাশে এসে তারাই আগে দাঁড়ায়। ফলে আইমাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা বা বিকল্প নেই।

আলেমদের সমালোচনা করে অনেকেই ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের এই সাময়িক ভাইরাল হওয়াটা তাদের আখেরাত বরবাদ করে দিচ্ছে। প্রতাপপুর দরবার শরিফের পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে নিয়ে যারা অপপ্রচার করছে তাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে মামুন মির্জা জানিয়েছেন, এইসব হতভাগাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কারণ এরা বোঝে না, এরা কী করছে।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে একজন সূর্য-সৈনিক হিসাবে অভিহিত করে মামুন সাহেবের বক্তব্য, ''আইমার আর্দশকে বাস্তবায়নকারী এক স্বপ্নবাজ যুবক, অসীম সাহসিকতা ও অকুতোভয় নেতৃত্বের অধিকারী, আইমাকে শক্তিশালী করার প্রয়াসই যাঁর ধ্যান-জ্ঞান, যাঁর তুলনা, প্রশংসা, সুনাম এবং তাঁর কর্মের গুণগান করার জন্য অভিধানের শব্দমালা যথেষ্ট হবে না।''

মানবতার মহান সেবক, ন্যায়নিষ্ঠ, স্বেচ্ছাসেবকদের আইকন-আইডল, হাজার হাজার যুবকের চোখের মণি সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান সত্যি অর্থেই মন জিতে নিয়েছেন বাংলাদেশি ভাই মামুন মির্জার। বিশেষ করে আইমা সুপ্রিমোর লড়াকু মানসিকতা, অন্যায়ের সাথে আপোশ না করা তাঁকে আরও আকর্ষণ করেছে। তাই একজন গুনমুগ্ধের মতো তিনিও প্রতি পদে সাফল্য কামনা করেছেন আইমা সুপ্রিমোর।

রক্ত দিয়ে অসুস্থ রোগীকে সাহায্য করলেন আইমার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রক্তদানের মতো মহৎ দান এই পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তাই রক্ত দিয়ে যাঁরা মানুষের জীবন বাঁচান, প্রকৃত অর্থেই তাঁরা বীর। এবার এমনই বীরত্বের পরিচয় দিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্মী। আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেবের নির্দেশে বাড়সুন্দরা এলাকার একটি পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন আইমার ওই কর্মীরা। তাঁরা তাঁদের শরীরের মূল্যবান সম্পদ রক্ত দিয়ে সাহায্য করলেন ওই পরিবারের অসুস্থ রোগীকে। এভাবেই আইমা মানুষের যে কোনও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিনের এই রক্তদান তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত পুলশিটা অঞ্চলে আইমার অঞ্চল কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি।

রাজনগর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে সদস্যপদ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমাজের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে আইমার যে চিন্তাভাবনা তা অন্য কোনও সংগঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। বিশেষ করে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তরুণ তুর্কিদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করেন। ফলে আইমা সংগঠনে তাদের একটা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। আজকের তরুণরাই সমাজ বদলের কাণ্ডারি, এমনটাই মনে করেন পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। কারণ, একমাত্র তারাই পারে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তাই আইমাতে তরুণ তুর্কিদের স্থান সর্বাগ্রে। আইমা সম্পাদকের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, তরুণ সমাজকে আইমা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তাদেরকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এবার সেই নির্দেশকে মাথায় রেখেই গত ২ নভেম্বর বুধবার হলদিয়া ব্লকের অন্তর্গত রাজনগর আইমা অফিসে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের ছেলেদের আইমার সদস্যপদ গ্রহণ করানো হল। এই কর্মসূচিতে আইমার ভূমিকা নিয়ে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সাংগঠন হিসাবে আইমা যে কাজ করে চলেছে তার খতিয়ান তুলে ধরা হয় নব্য সদস্যদের সামনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইমার হলদিয়া ব্লকের রাজনগর ইউনিটের নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনের কর্মীরা।

বিশ্ব নবি দিবস উদ্‌যাপন, মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমিতে আইমা সুপ্রিমো

সাজ্জাদ হাসান

পশ্চিমবাংলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমি। হাওড়া জেলার বাগনানের হাল্যানে অবস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠাম দীর্ঘ একুশ বছর ধরে প্রতি বছর বিশ্ব নবি দিবস পালন করে আসছে, এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উল্লেখ্য ২৮ অক্টোবর শুক্রবার যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল বিশ্বনবি দিবস,মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমির নিজস্ব কাম্পাসে। প্রধান বক্তা ছিলেন পাঁশকুড়া প্রতাপপুর দরবার শরিফের পিরজাদা তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আলহাজ সৈয়দ রুহুল আমিন (ভাইজান)।

তিনি নবি মহম্মদ (স)-এর জীবন, আদর্শ তাঁর রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আদবকায়দা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ড. আবদুল মজিদ সাহেব ও তাঁর পরিবারের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া হয়। সাথে প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানীয় চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজসেবী শিল্পপতি জনাব আলহাজ মোস্তাক হোসেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ, জিডি মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ নুরুল হক ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য এবং জিডি মনিটরিং কমিটি সকল সদস্য এবং পতাকা শিল্প গোষ্ঠীর সকল সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সদস্যদের জন্য দোয়া করা হয়। ইসলাম ধর্মে যে আধুনিকতার সঙ্গে মেলবন্ধন আছে সেই সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা।

সেইসঙ্গে গজল, কেরাত, নাত-এ-রাসুল ও পরিবেশন করেন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা আলহাজ পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক মহম্মদ ফারুক, প্রতিষ্ঠানের দুই সহ-সম্পাদক এমদাদুল করিম ও সইদুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠানের অন্যতম হাবিবুর রহমান, আবদুল মালেক, সামাদুল করিম, মৌলানা মোয়াজ্জেম হোসেন, সইদুল আফসার প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান-সহ প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। আরও ছিলেন ম্যানেজমেন্টর সদস্যরা, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সাহাবুল আলি। দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার প্রসারে একুশতম বছরে পথ হাঁটছে

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব ড. সেখ আবদুল মুজিদ

রেজিস্টার্ড অফিস : হাল্যান ❑ বাগনান ❑ হাওড়া - ৭১১৩১২

মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান,
বোর্ড অফ্ ট্রাস্টীজ

সেখ নুরুল হক
(আই.এ.এস)
চেয়ারম্যান, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়
২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে
ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী

১. ফর্ম দেওয়া শুরু : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে
২. ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১০ নভেম্বর ২০২২
৩. বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষার দিন ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষায় বসা যাবে।
৪. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সফল ছাত্রদের ফোনে জানানো হবে : ১৭ নভেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার
৫. ছাত্র ভর্তির কাউন্সেলিং ২০ নভেম্বর ২০২২ বেলা ১১টা

প্রবেশিকা পরীক্ষা
১৩ নভেম্বর ২০২২, রবিবার বেলা ১২টা

পরীক্ষা কেন্দ্র ও কোড নং

❑ মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
হাল্যান ❖ বাগনান ❖ হাওড়া
ফোন : ৭৫০১ ১২৭ ৯৫২ / ৭৫০১ ৫৫০২২৮
কোড নং - MAA

❑ মহম্মদপুর সোনালী শিশু শিক্ষালয়
জঙ্গীপুর (কলেজ হোস্টেলের কাছে) ❖ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৯৩৩ ১০৮ ৭৮১
কোড নং - MSSS

❑ সুজাপুর গার্লস হাইস্কুল
সুজাপুর ❖ মালদা
ফোন নং : ৮৯১৮ ৮১২ ৪৬৯
কোড নং - SGHS

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১.মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি — হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ফোন : ৭৫০১ ১২৭ ৯৫২ / ৭৫০১ ৫৫০২২৮
২.বর্ণপরিচয় ফোন : ৯৯৩৩ ১০৮ ৭৮১ — প্রোঃ - আজাহারুল ইসলাম, জঙ্গীপুর, (কলেজ হোস্টেলের কাছে) মুর্শিদাবাদ
৩.সোনালী বুক ডিপো — প্রোঃ আমিরুল ইসলাম। সুজাপুর, মালদা ফোন নং : ৯৪৭৪ ৩৪৭ ১৭৩
৪.বুক হাউস ফোন নং : ৯৭৩২ ০৭২ ২৬৯ — প্রোঃ - আবুল কালাম আজাদ নলহাটি (রাজ মার্কেট), বীরভূম
৫.বুক ল্যান্ড — বহরমপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ফোন নং : ৯৭৩৫ ৮৯৪ ৯৮৮

যোগাযোগ

সৈঈদুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9002 013 102
সেখ ইমদাদুল করিম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9733 095 821
সেখ সিদ্দিকুর রহমান (টীচার-ইন-চার্জ) মোঃ - 9735 742 094

বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি : 7501 127 952

মহঃ ফারুক
সম্পাদক : মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
মোঃ - 9733 944 615

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
৮ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ○ ৪ নভেম্বর২০২২ ○ ১৭ কার্ত্তিক ১৪২৯ ○ শুক্রবার

হিন্দুত্বের 'ট্রাম্প কার্ড'ই ভরসা ট্রাম্পের

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার নিজের দেশেই হিন্দুত্ববাদকে প্রমোট করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। ২০২৪ সালে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে হিন্দুত্বের 'ট্রাম্প কার্ড'ই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় ভরসা। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রথা ভেঙে সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন তিনি। তখন থেকেই মোদীর সঙ্গে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল ট্রাম্পের। একধাপ এগিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য 'হাউডি মোদী' নামে গালভরা একটি ইভেন্টের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ট্রাম্প। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত সফরে আসলে বন্ধু ট্রাম্পের 'খারাপ লাগা'র কথা ভেবে ১০০ কোটি টাকা খরচ করে গুজরাটের একটি বস্তিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার নির্দেশ দেন মোদী। আমাদের দেশের ভালো জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। তাছাড়া সেসব নিয়ে প্রচারেও কোনও কার্পণ্য নেই সরকারের। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য, নৈরাজ্য অরাজকতা, এসব দেখানো? নৈব নৈব চ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী নেতা হিসাবে কুখ্যাতি রয়েছে ট্রাম্পের। নিজের বক্তব্যে একাধিকবার সদর্পে সে কথা জানান দিয়েছেন তিনি। উল্টোদিকে মোদীর দল বিজেপির অ্যাজেন্ডাও সবার জানা। মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কৌশলই তাদের নির্বাচনী অ্যাজেন্ডা। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এখন প্রশ্ন হল, হঠাৎ করে ট্রাম্পের প্রসঙ্গ উঠছে কেন? আসলে ব্যাপারটা বুঝতে গেলে আমাদের চোখ রাখতে হবে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার ওপর। দিওয়ালি উপলক্ষে ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসর্টে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় 'রিপাবলিকান হিন্দু কোলিশন' নামে একটি কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে। যাদের একঝাঁক নেতার সামনে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতলে তিনি ওয়াশিংটনে হিন্দু গণহত্যার স্মৃতিতে আমেরিকার হিন্দুদের জন্য একটি সৌধ নির্মাণ করে দেবেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। কিন্তু ট্রাম্পের উদ্দেশ্য যে কতটা সৎ তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তাছাড়া একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার, আমেরিকায় বসবাসরত সিংহভাগ হিন্দু সেখানকার রিপাবলিকান দলের সমর্থক। মুসলিম বিদ্বেষী হিসাবে রিপাবলিকানদের কুখ্যাতিও খুব কম নেই। সিনিয়র বুশ থেকে ট্রাম্প পর্যন্ত যত প্রেসিডেন্ট আমেরিকার শাসন ক্ষমতায় বসেছেন, মুসলিমদের নিয়ে তাঁদের চরিত্রের বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করলে 'রিপাবলিকান হিন্দু কোলিশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সলভ কুমারকে ভারতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে নিজের হিন্দু প্রীতিকে আরও উসকে দিয়েছেন ট্রাম্প। এটাকে শুধু ভোটের রাজনীতি ভাবলেই চলবে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক বিষয়, যা নরেন্দ্র মোদী আর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কাছাকাছি এনেছে খুব দ্রুতই। পাশাপাশি হিন্দু আবেগ উসকে দিয়ে আমারিকার মুসলিম বা শিখদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য,''হিন্দুরা আমাদের সমর্থন দিয়েছেন। ২০১৬ ও ২০২০ সালেও ভারত এবং ভারতীয়দের সমর্থন পেয়েছি আমরা। তাই আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে হিন্দুহত্যার স্মৃতিতে ওয়াশিংটনে সৌধ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'' ট্রাম্পের এই বক্তব্যে আরএসএস এর-সঙ্গে তাঁর সম মানসিকতার পরিচয় খুঁজে পাচ্ছেন কেউ কেউ। তাঁর মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে কারওরই কোনও সন্দেহ ছিল না। তবে আমেরিকার ইতিহাস থেকে মুসলিম ও শিখদের অবদানকে যেভাবে মুছে ফেলতে চাইছেন তিনি, তাতে বিজেপিশাসিত ভারতবর্ষের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে মোদী-ট্রাম্পের গলায় গলায় মিল থাকাটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। এর মঞ্চ নির্মাণ হয়েছে অনেক আগেই। যার আসল কুশীলব আরএসএস পরিচালিত বিজেপি এবং মার্কিন রিপাবলিকানরা।

ফিঙ্গার প্রিন্টের আবিষ্কারক
খান বাহাদুর কাজী আজিজুল হক

ঝুমুর রায়

বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই যারা ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করে না। অপরাধী শনাক্তকরণ-সহ যে কোনও কাজে ফিঙ্গার প্রিন্টের বিকল্প নেই। ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক আগে থেকে গবেষণা করা হয়েছে, কিন্তু সফলতার চূড়ায় তেমনভাবে কেউই পৌঁছতে পারেননি। তবে একদিন সেই সফলতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলেন একজন বাঙালি। যাঁর নাম কাজী আজিজুল হক। কাজী সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন বাঙালি উদ্ভাবক এবং পুলিশ অফিসার। তিনি এডওয়ার্ড হেনরির সাথে আঙুলের ছাপের 'হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে'র উন্নয়ন করার জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, যা এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজী সাহেব এই সিস্টেমের গাণিতিক ভিত্তি প্রদান করেন। আসলে 'হেনরি ক্লাসিফিকেশন' নামটা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে সবাই হেনরিকেই এর আবিষ্কারক হিসাবে চেনেন। ওটা হওয়া উচিত ছিল কাজী সাহেবের নামে, 'হক ক্লাসিফিকেশন।' যদিও পরবর্তীকালে হেনরি নিজেও তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই নামের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

আজিজুল হক ১৮৭২ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে বাংলাদেশে) খুলনা বিভাগের ফুলতলার পাইগ্রাম কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তাঁর বাবা-মা নৌকা দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে একটি পরিবারের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন, যাঁরা তাঁর গাণিতিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেন।

কাজী আজিজুল হক তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ সালে কলকাতা পুলিশের আধিকারিক এডওয়ার্ড হেনরি তাঁর ফিঙ্গার প্রিন্টার প্রজেক্টে সহায়ক হিসাবে একজন পরিসংখ্যান জানা মেধাবী ছাত্রের জন্য সুপারিশ করে ওই কলেজের অধ্যক্ষকে একটি চিঠি লেখেন। সেই ছাত্রটিকে পুলিশ সার্ভিসে চাকরি দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। প্রিন্সিপাল ভেবে দেখলেন, স্যার হেনরির যা চাহিদা, তা পূরণের সামর্থ্য কলেজে একজনেরই রয়েছে। তিনি আজিজুল। অবিলম্বে আজিজুলের নাম সুপারিশ করে দিলেন তিনি। ফলে স্যার হেনরির মাধ্যমে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলেন আজিজুল। প্রাথমিকভাবে তাঁকে বাংলায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি চালু করার কাজ দেন স্যার হেনরি। তাঁর সঙ্গে একই পদে ঢুকলেন আরেক তরুণও। তাঁর নাম হেমচন্দ্র বসু। আজিজুল আর হেমচন্দ্র নিজেদের মনমতো কাজ পেয়ে প্রবল উদ্যমে লেগে পড়লেন।

কাজী আজিজুল হক নির্মাণ

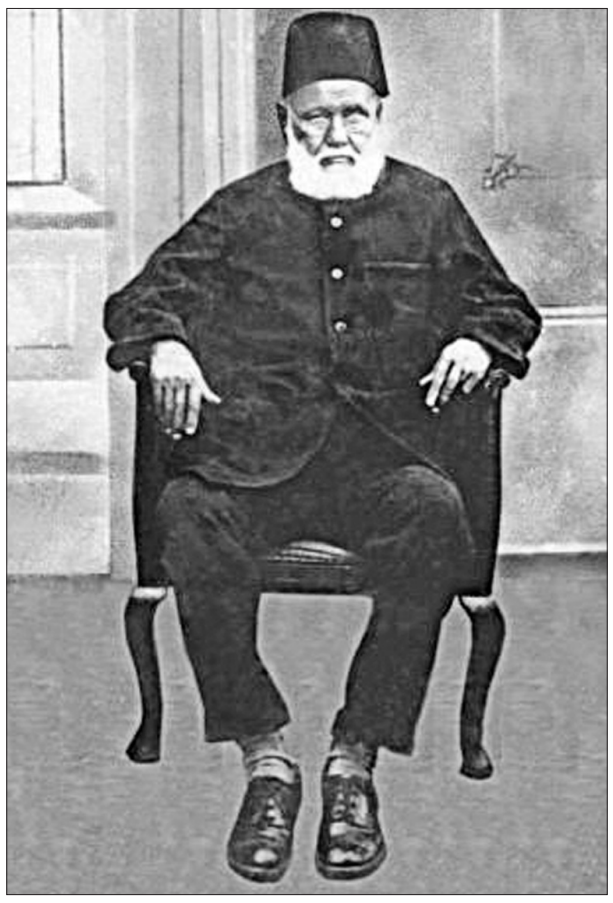

১৮৯৭ সালের মধ্যে হক তাঁর সভায় সাত হাজার ফিঙ্গার প্রিন্ট সেট সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এই উপ শ্রেণিবিভাগের সহজ পদ্ধতি গ্যালটনের তুলনায় নির্ভুল ছিল। এর অর্থ হল কয়েক হাজারের মধ্যে একটি সংগ্রহকেও স্লিপের ছোট ছোট দলে ভাগ করা যেতে পারে। আজিজুল হকের আবিষ্কৃত ফিঙ্গারপ্রিন্টের শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার করে মাত্র পাঁচ মিনিটে তা সম্ভব হয়েছিল।

করলেন সিস্টেমটির মূল গাণিতিক ভিত্তি। তিনি একটি বিশেষ গাণিতিক ফর্মুলা আবিষ্কার করলেন। এই ফর্মুলার আলোকে তিনি আঙুলের ছাপের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বানালেন ৩২টি সারি এবং সেই ৩২টি সারিতে সৃষ্টি করলেন ১ হাজার ২৪টি খোপ। এভাবে তিনি তাঁর কর্মশালায় সাত হাজার আঙুলের ছাপের বিশাল এক সংগ্রহ গড়ে তুললেন। তাঁর সহজ-সরল এই পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ সংখ্যায় লাখ লাখ হলেও শ্রেণিবিন্যাস করার কাজ সহজ করে দেয়। এদিকে হেমচন্দ্র তাঁকে সাহায্য করলেন আঙুলের ছাপের টেলিগ্রাফিক কোড সিস্টেম প্রণয়নের মাধ্যমে। লেখক কলিন বেভানের মতে, ''ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের প্রস্তাবিত নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন হক সাহেব। তাই তিনি নিজস্ব একটি শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেন। তিনি ফিঙ্গার প্রিন্টের নিদর্শনগুলির উপর ভিত্তি করে বত্রিশটি কলাম এবং বত্রিশটি সারিতে স্লিপগুলিকে ১০২৪টি পায়রার গহ্বরে বাছাই করার জন্য একটি গাণিতিক সূত্র তৈরি করেছিলেন।''

বেভান আরও লিখেছেন, ''১৮৯৭ সালের মধ্যে হক তাঁর সভায় সাত হাজার ফিঙ্গার প্রিন্ট সেট সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এই উপ শ্রেণিবিভাগের সহজ পদ্ধতি গ্যালটনের তুলনায় নির্ভুল ছিল। এর অর্থ হল কয়েক হাজারের মধ্যে একটি সংগ্রহকেও স্লিপের ছোট ছোট দলে ভাগ করা যেতে পারে। তিনি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, নৃতাত্ত্বিক কার্ডের তুলনায় তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেটগুলি অনেক কম ত্রুটিপ্রবণ ছিল এবং শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে, অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। একজন আসামীর নিবন্ধন বা তার বিদ্যমান কার্ড অনুসন্ধানে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির অধীনে এক ঘন্টা সময় লেগেছিল। তবে আজিজুল হকের আবিষ্কৃত ফিঙ্গারপ্রিন্টের শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার করে মাত্র পাঁচ মিনিটে তা সম্ভব হয়েছিল।''

বেভান তাঁর বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ''হকের গুরু এডওয়ার্ড হেনরি দেখলেন যে, হকের কাজ তার উপর ভালোভাবে প্রতিফলিত হবে। তাই তিনি ঔপনিবেশিক সরকারকে ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেমটি মূল্যায়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে বলেন। কমিটির রিপোর্ট ছিল এরূপ—

১) আঙুলের ছাপগুলি নৃতত্ত্বের চেয়ে উচ্চতর ছিল।

২) কাজের সরলতা বেশি।

৩) যন্ত্রপাতির খরচ কম

৪) দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াটি কাজ করতে পারে।

৫) নির্ভুলভাবে অপরাধী শনাক্তকরণে নতুন নায়ক।

কয়েক বছর পর আজিজুল হক ফিঙ্গার প্রিন্ট শ্রেণিবিভাগের কাজে অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ করলে হেনরি প্রকাশ্যে হকের অবদানকে স্বীকার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হেনরি স্বীকার করলেও আজিজুলের স্বীকৃতি তখনও মেলেনি।

জেডি সিফটন তখন বিহার এবং ওড়িশা সরকারের কার্যনির্বাহী মুখ্যসচিব। তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন যার পিআর নং ৭৬১, তারিখ ১৫ জুন ১৯২৫)। সেখানে তিনি লেখেন, ''আজিজুল হককে আঙুলের ছাপ শ্রেণিবদ্ধ করার একটি পদ্ধতির উপর গবেষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েকমাস পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি তাঁর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস বিকশিত করেছিলেন যা স্যার হেনরিকে বিশ্বাস করিয়েছিল। যাতে আঙুলের ছাপের শ্রেণিবিন্যাস করার একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রদানের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। তারপর মাধ্যমিক ও অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ বিকশিত হয় এবং খান বাহাদুর (হক) তাদের ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।''

১০মে ১৯২৬ তারিখের একটি চিঠিতে পিএইচ ডাম্বেল (তৎকালীন সেক্রেটারি অফ সার্ভিসেস অ্যান্ড জেনারেল ডিপার্টমেন্ট, ইন্ডিয়া অফিস) লিখেছিলেন, ''আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, হক সাহেব আমার কর্মীদের জন্য অন্য যে কোনও সদস্যের চেয়ে বেশি অবদান রেখে ছিলেন। এমনকী তিনি শ্রেণিবিভাগের একটি নির্ভুল এবং দ্রুততম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে এবং বেশিরভাগ দেশ গ্রহণ করেছে।''

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ চূড়ান্ত সম্মানী প্রদানের অনুমোদন দেওয়ার সময়ে উল্লেখ করেছে, ''এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় যে হক সাহেব স্কিমটি নিখুঁত করার জন্য স্যার এডওয়ার্ড হেনরির প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন এবং হক নিজেই শ্রেণিবিভাগের পদ্ধতি আবিস্কার করেছিলেন যা সর্বজনীন ব্যবহার। এইভাবে তিনি এমন একটি আবিষ্কারে সর্বাধিক অবদান রেখেছিলেন যা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতের পুলিশকে একটি বড় কৃতিত্ব এনে দিয়েছে।''

১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ স্যার ডগলাস গর্ডন ১৯৬৫ সালে টাইমস পত্রিকায় লেখা তাঁর চিঠিতে বলেছেন, ''হেনরি একটি সূত্র তৈরি করার জন্য দুই ভারতীয় ইন্সপেক্টরকে বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন যা সূত্রের একটি সেট যা প্রিন্টগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করতে সক্ষম করবে। যথাসময়ে তাঁরা এটি করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁদের শ্রম এবং চতুরতার ফলাফল হল 'হেনরি' সিস্টেমের ভিত্তি যা তিনি তাঁর সাথে লন্ডনে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে হেনরিকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।''

গর্ডন দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, সিস্টেমের জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হক সাহেবের এবং হেনরি এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেননি। আঙুলের ছাপ উন্নয়ন কৌশলে কাজী আজিজুল হকের অনন্য অবদানের কথা স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনের এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যায় ক্লাইভ থম্পসনের একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। থম্পসন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিজ্ঞান বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে উল্লেখ করেছেন, ''১৯ শতকের অন্যান্য চিন্তাবিদরা আঙুলের ছাপগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করার চেষ্টা করলেও অন্যান্য পদ্ধতিগুলি সন্দেহভাজনদের সাথে মুদ্রণের একটি সেটের সাথে মেলাতে দ্রুত ব্যবহার করা যায়নি। মূলত, ম্যাচিং প্রিন্টের অগ্রগতি বাংলা, ভারত থেকে এসেছে। আজিজুল হক যিনি স্থানীয় পুলিশ বিভাগের শনাক্তকরণের প্রধান, একটি মার্জিত সিস্টেম তৈরি করেছেন যা প্রিন্টগুলিকে তাদের প্যাটার্নের ধরন যেমন লুপ এবং ঘূর্ণিগুলির উপর ভিত্তি করে সাবগ্রুপে শ্রেণিবদ্ধ করে। এটি এত ভালো কাজ করেছে যে একজন পুলিশ অফিসার মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি ম্যাচ খুঁজে পেতে পারে। অপরদিকে বার্টিলন দেহ-পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে কাউকে শনাক্ত করতে এক ঘন্টা লাগে। শীঘ্রই হক এবং তাঁর উচ্চপদস্থ এডওয়ার্ড হেনরি বাংলায় পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য প্রিন্ট ব্যবহার করছেন।

হেনরি যখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে সিস্টেমটি প্রদর্শন করেন তখন কর্মকর্তারা এতই প্রভাবিত হন যে তাঁরা তাঁকে ১৯০১ সালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু এটি মূলত আবিষ্কার করেন আজিজুল হক।''

১৯৩৫ সালে বিহারের মতিহারিতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের আবিষ্কারক কাজী আজিজুল হক মৃত্যুবরণ করেন। আমরা এতই বিস্মৃতপ্রায় জাতি যে আজ এই মহান মনীষীকে ভুলে গেছি। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কী হতে পারে!

প্রকৃতি

মহামারী আসছে গলিত হিমবাহ থেকে!

আতঙ্ক বিশ্বে

করোনা ভাইরাসের মহামারী এখনও বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। এখনও সংক্রমণ হয়ে চলেছে। তবে বিশ্বব্যাপী যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল, তা এখন অনেকটাই কমেছে। কিন্তু এই মহামারীর মাঝেই ফের নতুন ভয় হয়ে দেখা দিয়েছে অন্য ভাইরাস। সেই ভাইরাস কোনও পাখি বা বাদুড়ের মাধ্যমে আসবে না, আসবে না মানুষের কাছ থেকেও। এবার ভাইরাস আসবে হিমবাহ থেকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, আর তার ফলে হিমবাহ গলছে। এত দ্রুত হিমবাহের গলন হচ্ছে যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে ভাইরাসও। সেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে বিশ্বব্যাপী। ফলে আগামী দিনে আরও একটি ভয়াবহ ভাইরাস মহামারীর রূপ নিতে পারে। হিমবাহের নীচে লুকিয়ে থাকা ভাইরাস ক্রমে বেরিয়ে আসছে। মাটির জেনেটিক বিশ্লেষণ করে এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার বার্তা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তা দ্রুত সংক্রমণও ঘটাতে পারে।

বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় গবেষকরা এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুত বিশ্বব্যাপী পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

বিজ্ঞানীদের জন্য সবথেকে বড় উদ্বেগের বিষয় হল গলিত হিমবাহ। কারণ, পারমাফ্রস্ট বা স্থায়ীভাবে হিমায়িত ওজন অপসারণের ফলে হিমবাহের মধ্যে আটকে থাকা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াগুলি আনলোড হতে পারে। এই ভাইরাসগুলি বণ্যপ্রাণীকে সংক্রামিত করতে পারে, যা ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে জুনোসিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সার্স-কোভ-টুয়ের মতোই এর প্রকৃতি। সার্স-কোভ-টু যেমন কোভিড ১৯-কে মহামারীর দিকে পরিচালিত করেছিল, এই নয়া ভাইরাসেও মহামারীর আকার দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। গবেষকরার তাঁদের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, জয়বায়ু পরিবর্তন যদি প্রজাতির সম্ভাব্য ভাইরাল ভেক্টর এবং জলাধারের পরিসরকে উত্তর দিকে সরিয়ে দেয়, তাহলে উচ্চ আর্কটিক উদীয়মান মহামারীর জন্য উর্বর ভূমিতে পরিণত হতে পারে। গবেষক দলটি পৃথিবীর বৃহত্তর হাই আর্কটিক হ্রদ লেক হ্যাজেন থেকে মাটি এবং পলির নমুনা সংগ্রহ করতে পারে এবং পরিচিত ভাইরাসগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া স্বাক্ষরগুলি শনাক্ত করতে এবং নমুনাগুলিতে আরএনএ এবং ডিএনএ অনুক্রম করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা ২০২১ সালে হিমবাহ নিয়ে গবষণা করার সময় মোট ৩৩টি ভাইরাস আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি ১৫ হাজার বয়সেরও বেশি সময় ধরে হিমায়িত ছিল। এর মধ্যে ২৮টি ছিল নতুন ভাইরাস। নতুন আবিষ্কৃত ভাইরাসগুলি তিব্বতের হিমবাহে পাওয়া গিয়েছে, যা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে গলে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়।

জীবন বদলের বাণী

মানুষ যে বিকাশমান আত্মসত্তার অধিকারী তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করার যে প্রচেষ্টা তাই হল শিক্ষা। —**ঋষি অরবিন্দ**

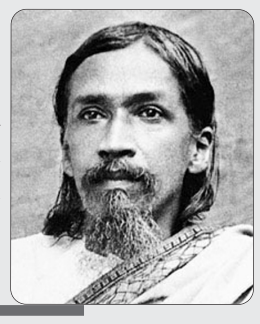

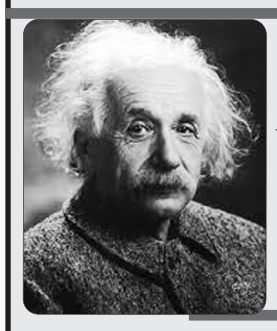

বিশ্বের সবচেয়ে অজ্ঞেয় বিষয় তা বোধগম্য হয় না। —**অ্যালবার্ট আইনস্টাইন**

মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়। —**মুনির চৌধুরী**

তোমার সত্তা চাঁদের মতো মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার জ্বলে ওঠো। — **গৌতম বুদ্ধ**

অজ্ঞের পক্ষে নীরবতাই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। এটা যদি কেউ জানত তাহলে কেউ অজ্ঞ হত না। —**শেখ সাদী**

জানা-অজানা

বিশ্বের ষষ্ঠ মহাসাগর আবিষ্কার!
জানেন কোথায় রয়েছে তা

সেই কবে থেকে আমরা পড়ে আসছি মহাদেশ সাতটি আর মহাসাগর পাঁচটি। কিন্তু পাঁচটি নয়, বিশ্বে মহাসাগর রয়েছে ছ'টি। সম্প্রতি এই তথ্য সামনে এনেছেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা। দুনিয়ার ছ-নম্বর মহাসাগরের সন্ধান দিয়ে অজানাকে জানার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু কী করে মিলল এই ষষ্ঠ মহাসাগরের সন্ধান, তাও কম বিস্ময়ের নয়!

এত দিন যা ধরা পড়েনি মানুষের চোখে, সমুদ্র বিজ্ঞানীরা বলছেন ছ-নম্বর মহাসাগরটি রয়েছে এই ধরার বুকেই। তাঁর সন্ধান পেয়েছেন জার্মানি, ইতালি ও আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানী। ষষ্ঠ মহাসাগর নিয়ে তাঁদের গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে নেচার জার্নালে। সেখানেই দাবি করা হয়েছে, এই পৃথিবীতে এত বছর ধরে রয়েছে ছয় নম্বর মহাসাগারটি। সেটি মানুষের নজরেই আসেনি।

ফলে এতদিন যা আমরা পড়ে এসেছি, তা ভুলে পরিণত হতে চলেছে। আমরা জেনে এসেছি পৃথিবীতে মহাসাগরের সংখ্যা পাঁচ। কিন্তু এই আবিষ্কার তাকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছে। আমরা পড়ে এসেছিল পাঁচটি মহাসাগর হল-প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, সুমেরু (উত্তর) মহাসাগর ও কুমেরু (দক্ষিণ) মহাসাগর। সেই জানা এখন ভুল বলে পর্যবষিত হয়ে চলেছে। কিন্তু কোথায় রয়েছে

এই রাজা আম্পাতের দ্বীপাঞ্চলে ১৬০০টিরও বেশি প্রজাতির মাছ রয়েছে। বিশ্বের পরিচিত প্রবাল প্রজাতির ৭৫ শতাংশ পাওয়া যায় এখানেই। সৌন্দর্যে অন্তঃহীন এই এলাকায় রয়েছে শতাধিক সুন্দর প্রবাল বাগান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানেই ১৯৯৪ সালে ক্রি ইকো ডাইভ রিসর্ট খোলা হয়েছিল এখানে। স্থানীয় ডুবুরিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এই অবিকৃত জলজ জগতে।

পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাসাগর? পৃথিবীর একেবারে উপরের আবরণে এবং কেন্দ্রের মধ্যবর্তী একটি স্তরের মধ্যে রয়েছে এই মহাসাগর। ভূতল থেকে ৪১০ কিলোমিটার থেকে ৬৬০ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে এই মহাসাগর রয়েছে। বাকি পাঁটি মহাসাহর যেখানে উপরের আবরণে রয়েছে, সেখানে এই মহাসাগর রয়েছে নীচে। আর সেই কারণেই এটির অস্তিত্ব এতদিন টের পাওয়া যায়নি।

পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের মধ্যে বিরাট অংশ রয়েছে, সেখানে বইছে পৃথিবীর ষষ্ঠ সমুদ্র। কেমন অবস্থায় রয়েছে এই মহাসাগর। এখানে কি পৃথিবীর উপরিভাগের সমুদ্রের মতোই জল বইছে, নাকি এখানে জল রয়েছে অন্য রূপে। সমুদ্র বিজ্ঞানীরা জানান, এই স্তরে পাথরের মাঝে আটকে রয়েছে জল। কিন্তু এতটাই জল রয়েছে যে তা কোনও মহাসাগরের থেকে কম নয়। সেই কারণেই এটিকে ষষ্ঠ মহাসাগর বলে চিহ্নিত করা উচিত বলে গবেষণা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কী করে ভূগর্ভে এমন মহাসমুদ্রের সন্ধান পেলেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি একটি বিরল গোত্রের হিরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই হিরে নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত এক তথ্য পান বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানতে পারেন এই হিরে প্রায় ৬১০ কিলোমিটার গভীর থেকে উঠে এসেছে। মাত্র ১.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের হিরে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মত, মারাত্মক চাপের কারণে এই হিরের সৃষ্টি। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন এই হিরের মধ্যে বেশিরভাগটাই জল। সেখানে আরও অনুসন্ধান চালাতে চালাতে ষষ্ঠ মহাসাগরের সন্ধান পেয়ে যান বিজ্ঞানীরা। এখন প্রশ্ন, আগামী দিনে কি বদলে যাবে ভূগোল। কারণ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই মহাসাগরে যে পরিমাণ জল থাকতে পারে, তা পৃথিবীর উপরিভাবে অবস্থিত যে কোনও মহাসাগরের থেকে বেশি। ফলে এটিকে মহাসাগরের হিসেবে ধরে নেওয়ার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। এবার ভূ-বিদরা সিদ্ধান্ত নেবেন এটিকে ষষ্ঠ মহাসাগর হিসেবে গণ্য করা হবে কি না।

স্ট্যালিনকে নাড়ু উপহার মমতার বিজয়ার শুভেচ্ছায় করালেন মিষ্টিমুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নাড়ু নিয়ে গেলেন। বিজয়া উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাড়ু, এদিন ৩০ মিনিটের সাক্ষাতে স্ট্যালিনকে দেন

মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ট্যালিনকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেন। সেই ভাইকেই বিজয়ার শুভেচ্ছা ও নাড়ু তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তামিলনাড়ু পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ে স্ট্যালিনের বাড়িতে বৈঠক হয়। হাজির ছিলেন, স্ট্যালিনের বোন, সাংসদ কানিমোঝি, ছেলে উদয়নিধি এবং ডিএমকে নেতা টিআর বালু।

এ দিন বৈঠক শেষে স্ট্যালিনের বাড়ি থেকে ফুরফুরে মেজাজে বেরোন মমতা। বলেন, ''স্ট্যালিনজি আমার ভাইয়ের মতো। যদিও এটা আগে ফিক্সড ছিল না। স্ট্যালিন ছাড়া চেন্নাই আসতে পারি কী করে? দু'জন পলিটিক্যাল লিডার একসঙ্গে হলে, রাজনীতি নিয়ে তো আলোচনা হবেই। তবে আমি কোনও পলিটিক্যাল দল নিয়ে কোনও কথা বলব না। এটা একটা সৌজন্যমূলক বৈঠক। ডেভলপমেন্ট নিয়েই আলোচনা হয়েছে।'' প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যপাল লা গণেশনের আমন্ত্রণে চেন্নাই গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিনের চেন্নাই সফরে জাতীয় রাজনীতি যে অন্যতম গুরুত্ব পেতে চলেছে, বুধবারের বৈঠক থেকেই তার ইঙ্গিত মিলেছে।

চণ্ডীগড়ে পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: চণ্ডীগড় ছোড়া হল চেয়ার। ব্যাপকভাবে পড়ল ঢিল। সেই সঙ্গে চলল ব্যাপক মারামারি। ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন। যার ফলে ক্ষতি হল ইভিএম-এর, নির্বাচনী আরও অন্যান্য নথিপত্রের। বুধবার (২ নভেম্বর) পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে, রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হরিয়ানার ঝাজ্জরের একটি ভোটকেন্দ্র।সূত্রের খবর, এই ঘটনায় দুই প্রতিপক্ষ দলের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঝাজ্জরের পুলিশ প্রধান রাহুল দেবের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একে অপরের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে, পুলিশ কর্মীদের যুযুধান দুই দলের কর্মীদের আলাদা করার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু, পুলিশের উপস্থিতির তোয়াক্কা না করেই, একে অপরের দিকে চেয়ার ছুড়তে, একে অপরের দিকে ঘুষি ছুড়তে দেখা যায়।বুধবার থেকে তিন দফা পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে হরিয়ানায়। ভিওয়ানি, ঝাজ্জর, ঝিন্দ, কৈথল, মহেন্দ্রগড়, নুহ, পঞ্চকুলা, পানিপথ এবং যমুনানগর , হরিয়ানার নয়টি জেলায় পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। হরিয়ানার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ধনপত সিং জানিয়েছেন, ৯ জেলা মিলিয়ে মোট ৪৯ লক্ষ বৈধ ভোটার ছিলেন।

পারস্পরিক সহযোগিতায় জোর প্রতিবেশী দুই দেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধুমাত্র তিস্তা চুক্তি নয়, পারস্পরিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে দুই দেশের সহযোগিতার ওপর। নয়াদিল্লিতে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় মিট দ্য প্রেসে এমনই মত প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ। তিনি বলেন, একে অপরকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের মন্ত্রী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বেড়েছে ডলারের দাম। এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে দুই দেশকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। হাসান মাহমুদ আরও বলেন, ফি বছর বাংলাদেশে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়। কোনও বছর ২০ শতাংশ আবার কোনও বছর ৭০ শতাংশ ক্ষয় হয় বন্যায়। এইসমস্ত সমস্যা সামলে বাংলাদেশ লাগাতার উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তবে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি তিনি। কারণ, তাঁর মতে, এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সুপ্রিম কোর্টে মামলা হওয়ায় সেটি এই মুহূর্তে ভারতের বিচার ব্যবস্থারও বিষয় বটে। মাসখানেক আগে ভারত সফরে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিস্তা জল চুক্তি সম্পন্ন না হলেও কুশিয়ারা-সহ মোট ৭টি নদীর জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় হাসিনার সফরে। তিস্তা প্রসঙ্গে হাসান মাহমুদ বলেন, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক শুধুমাত্র তিস্তা চুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি চাকরি দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

আমেরিকা ও চিনকে মাত ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিরক্ষায় কর্মচারীর নিরিখে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনকে পিছনে ফেলে দিল ভারত। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বৃহত্তম নিয়োগকারী সংস্থা হিসেবে উঠে এল রাজনাথ সিংয়ের মন্ত্রকের নাম। সম্প্রতি এই নিয়ে জার্মানির বেসরকারি সংস্থার তরফে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে সামরিক এবং অসামরিক মিলিয়ে ২৯ লাখ ২০ হাজার কর্মচারী কাজ করেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে। অন্যদিকে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কাজ করেন ২৯ লাখ ১০ হাজার মানুষ। চলতি বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্মচারীর সংখ্যার উপর সমীক্ষা চালায় জার্মান সংস্থা 'স্টাস্টিটা'। তাঁদের প্রকাশ করা রিপোর্টেই সামনে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য। উল্লেখ্য, ওই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত ও আমেরিকার থেকে অনেকটাই পিছনে রয়েছে চিন। সেখানকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে ২৫ লাখ। তবে অসামরিক কোনও ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষায় নিয়োগ করে না বেজিং। চিনের সামরিক দফতরের সবটাই পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএলএ-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। জার্মানির হ্যামবার্গের ওই সমীক্ষক সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়েই সমস্ত দেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কর্মচারীর সংখ্যা কমাচ্ছে। সেখানে ভারতের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে নিয়োগ খুব একটা হেরফের হয়নি। ২১ শতকের প্রথম দশকেও আমেরিকার মতো সমান তালে প্রতিরক্ষায় নিয়োগ করত চিন। পরবর্তীকালে, লোক নিয়োগ ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে চিন ও আমেরিকায় ফৌজের সংখ্যা এখনও অনেকটাই বেশি। নিকট ভবিষ্যতে ভারতও সেই দিকে পা বাড়াতে পারে বলে ওই সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে।

মোদী আসছেন ! সাজল হাসপাতাল

মোরবি ব্রিজ ট্র্যাজেডির পর নিন্দা বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শনে আসছেন বলে কথা। গুজরাতের হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী মোদী কথা বলবেন মোরবি ব্রিজ দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে। ওয়ার্ডে নতুন রং লাগল, নতুন বেড দেওয়া হল। তারপর প্রথম তলা থেকে নীচের তলায় স্থানান্তরিত করা হল রোগীদের। আর প্রধানমন্ত্রী রোগীদের সঙ্গে কথা বলার পর বলে গেলেন এই হৃদয় বিদারক ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোরবি কেবল ব্রিজ দুর্ঘটনাস্থল ধ্বংসের স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত দরকার। সম্পূর্ণ সত্যের উপর ভিত্তি করে এই তদন্ত চলবে। দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে এই ঘটনায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাঁরা যাতে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন স্থানীয় হাসপাতালে যান, আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। যাঁরা উদ্ধারকার্যে যুক্তি ছিলেন, যাঁরা ত্রাণের কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। যাঁরা সেখানে কর্মরত ছিলেন তাঁরা উদ্ধার অভিযান সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এবং ঘটনার বিবরণ দেন। উল্লেখ্য, রবিবার রাতে গুজরাতের মোরবি এলাকায় মাচ্ছু নদীর উপর ব্রিটিশ আমলের একটি ঝুলন্ত সেতু ভেঙে পড়ে। ১৪১ জন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর তিনি হাসপাতালে যান, যেখানে আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি হাসপাতালে প্রায় ১৫ মিনিট সময় কাটান। কমপক্ষে ৬ জন আহতের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

উল্লেখ্য, ভেঙে পড়া সেতুটি মোরবি শহরের দরবারগড় প্রাসাদ ও স্বামী নারায়ণ মন্দিরকে সংযোগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী এদিন দরবারগড় প্রাসাদে পৌঁছন। সেখানে সংস্কারের কাজে প্রযুক্তিগত কী ভুল হতে পারে, তা নিয়ে কথা বলেন কর্মকর্তাদের সঙ্গে। তারপর তিনি মোরবি জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পরিদর্শন করেন। এবং স্থানীয় কর্মকর্তা ও নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তারপর তিনি মোরবি শহরে এক ঘণ্টার সফরের পর হেলিকপ্টারে করে আমেদাবেদ রওনা দেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে হাসপাতালের নতুন সজ্জা নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করেছেন। যেখানে এত বড় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তারপর প্রধানমন্ত্রী রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন বলে হাসপাতালের সেজে ওঠা, আসনে গুজরাতের অনুন্নয়নপে চিত্রটাই প্রকট করে বলে বিরোধীরা

অভিযোগ করছেন। কমপক্ষে ৪০ জন হাসপাতালের বহির্ভাগে রং করার কাজ করেছেন রাতভর। ওয়ার্ডের ভিতরেও সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে। হাসপাতাল প্রধানমন্ত্রীর সফরের কারণে চারটি এয়ার কুলারও পেয়েছে। কংগ্রেস ও আপ এই ঘটনার নিন্দা করেছে।

সেতু বিপর্যয়েও মোদীকে নিয়ে নীরবই থাকলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাতে সেতু বিপর্যয় নিয়ে মুখ খুলে বিজেপি আক্রমণ করলেন। গুজরাত সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করলেন তিনি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে চুপই থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ দিন চেন্নাই রওনা হওয়ার আগে গুজরাতে সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলব না। কারণ এটা ওনার নিজের রাজ্য।' নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থান অবশ্য নতুন নয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অতি সক্রিয়তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল নেতাদের হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীদের বিরুদ্ধে সরব হলেও প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করতে রাজি হননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না প্রধানমন্ত্রী এ সব করছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই তুমুল জল্পনা ছড়িয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। গুজরাতে সেতু বিপর্যয় নিয়েও কার্যত একই পথে হাঁটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কিছু না বললেও সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় বিজেপি এবং গুজরাত সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কেন তাড়াহুড়ো করে সেতু খুলে দেওয়া হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজনীতির থেকে মানুষের জীবন অনেক দামি। যারা মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে, তাঁদের কেন ক্ষমা করা হবে? মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। যাঁরা মারা গিয়েছেন,তাঁদের পরিবারকেও ঠিক মতো সাহায্য করা হচ্ছে না। কারণ ওরা নির্বাচন নিয়েই ব্যস্ত।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তিনি গুজরাত যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি রাজনীতি করতে যাচ্ছেন, এই অভিযোগ উঠতে পারে ভেবেই এখন মোদী-শাহের রাজ্যে যেতে চান না। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থানকে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বাম- কংগ্রেস।

মোরবি ব্রিজ বিপর্যয়ে ফুঁসছে মৃত হাবিবুলের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাটে ব্রিজ বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে বাংলার যুবকের। কিন্তু তাঁর দেহ বাংলায় আনতে কোনওরকম সাহায্য করেনি গুজরাট সরকার। গুজরাট থেকে রাজ্যে মৃত হাবিবুল শেখের দেহ আনতে কেন্দ্রীয় সরকারও কোনওরকম সাহায্য করেনি। এমনই অভিযোগ পরিবারের। মঙ্গলবার সকালে বর্ধমানের পূর্বস্থলির বাড়িতে আনা হয় হাবিবুলের দেহ। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার। সঙ্গে উগরে দেন গুজরাট সরকারের ওপর ক্ষোভও। পরিবারের দাবি, ধার করে বিমান ভাড়ার টাকা জুগিয়ে নিজেদের খরচে দেহ নিয়ে আসতে হয়েছে বাড়িতে। মঙ্গলবার সকালে হাবিবুলের বাড়িতে পৌঁছন বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার বিষয়ে একাধিক অভিযোগ জানান হাবিবুলের পরিবারের সদস্যরা। জেলা সভাপতির অভিযোগ, মাছ পাঠানোর মত মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে। কোনওরকমের মর্যাদা পর্যন্ত দেয়নি গুজরাট সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হলেও, তা পালন করা হয়নি বলে অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, পরিবারের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট দেবেন রাজ্যে। প্লেনের ভাড়া-সহ হাবিবুলের পরিবারের যা খরচ হয়েছে, তা পূরণে দল থেকে ব্যবস্থা করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। এদিন পরিবারের হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দিতে দেখা যায় জেলা সভাপতিকে। হাবিবুলের দাদা বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও রকমের সাহায্য করা হয়নি। আপাতত টাকা পয়সা ধার করে প্লেনে দেহ নিয়ে এসেছি। একটা পয়সাও পায়নি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''গুজরাট মডেলের নমুনা প্রাণ যাওয়া। ঝুলন্ত ব্রিজের নিরাপত্তা যা হওয়া উচিত ছিল, তার দেখভাল হয়নি। খুব দুঃখের ঘটনা। ওখান থেকে এমনভাবে দেহ আনা হয়েছে, যেন মাছ আনা হচ্ছে। সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আনা হয়নি। পরিবারের ৭-৮ জন ওখানে ছিলেন, তাঁদের প্লেনের ভাড়াটাও দেওয়া হয়নি। সবই নিজেদের করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু এই সাহায্য তো সঙ্গে সঙ্গেই করা হয়। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি।'' অন্যদিকে বিজেপি-র জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু এটা নিয়ে তৃণমূল রাজনীতি করছে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে অস্ত্রভাণ্ডার ! এসটিএফের অভিযানে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূল নেতার বাড়িতে অভিযান চালাল এসটিএফ। আর এই অভিযান থেকে মিলল অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ। মঙ্গলবার মাঝরাতে উত্তর ২৪ পরগনার শাসনে এসটিএফ অভিযান চালায়। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করে তৃণমূল নেতা শুকুর আলিকে। অভিযোগ, তাঁর বাড়িতেই মিলেছে অস্ত্রভাণ্ডার। উত্তর ২৪ পরগনার শাসনের রামেশ্বরপুরে বাড়ি তৃণমূল নেতা শুকুর আলি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁরা বাড়িতে মঙ্গলবার রাতে হানা দেয় এসটিএফ। তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে ২টি সিঙ্গল শট পিস্তল, একটি করে সেভেন এমএম পিস্তল, লং রাইফেল, ১২ বোর ইম্প্রোসিভ পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।

এছাড়া এসটিএফ ওই তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে একটি ম্যাগাজিনে ভর্তি সেভেন এমএম পিস্তলের পাঁচ রাউন্ডগুলি-সহ আরও ৪৪ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করে। তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ৮ কেটি ৫০০ গ্রাম বিস্ফোরক মিলেছে। এর প্রেক্ষিতেই শাসন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আর সেই

অভিযোগের ভিত্তিতেই শুকুর আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হয়।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্যে বেআইনি অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ মিলে চলেছে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ পাওয়া কোনও নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্রভাণ্ডার মেলার ঘটনায় রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে আসছেন, ভিনরাজ্য থেকে অস্ত্র ঢুকছে বাংলায়। তারপর থেকে ভিনরাজ্যের সীমানা ও দুষ্কৃতীদের উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ। এর আগে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে ধরা পড়েছিল ইমতিয়াজ নামে এক ব্যক্তি। তাকে জেরা করে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় অস্ত্র কারখানার হদিশ মেলে। এরপর রাতে ইমতিয়াজকে জামতাড়ায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। কলকাতা থেকে এসটিএফ গিয়ে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেও উদ্ধার হয় অস্ত্রশস্ত্র। সেখানে শাহজাহান খানের বাড়ির নীচে অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলেছে। তারপর গত শনিবার গভীর রাতে ডানকুনির হাউসিং মোড় থেকে পাচারের আগেই উদ্ধার হয় অস্ত্র। পাচারকারীকে গ্রেফতার করে কলকাতার পুলিশের এসটিএফ। তাকে জেরা করে মুর্শিদাবাদ থেকে আরেক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করে। পুলিশ সূত্রের খবর বিহারের পাটনা থেকে বাংলায় ঢুকেছিল বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধারের ঘটনায় বিজেপি জানিয়েছে, তৃণমূল পঞ্চায়েতের আগে অস্ত্র মজুত করছে। সেই কারণেই রাজ্যে এত অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে। মানুষের সমর্থন কমেছে, তাই হিংসা দিয়ে পঞ্চায়েতে জয় পাওয়ার পরিকল্পনাতেই এত অস্ত্রশস্ত্র মজুত করছে তৃণমূল। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তৃণমূল এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে।

অনুব্রত মণ্ডল জেলে থাকলেও 'বিপজ্জনক', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে রাখার পক্ষেও সওয়াল করলেন দিলীপ ঘোষ। তবে তিনি বলেন জেলে থাকলেও বীরভূমের বেতাজ বাদশা বিপজ্জনক। নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ অনুব্রত মণ্ডল প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন।

দিলীপ ঘোষ বলেন, অনুব্রত মণ্ডল যদি জামিন পান, তবে বীরভূমের ভোট শান্তিপূর্ণ হবে না। পঞ্চায়েত ভোট সেক্ষেত্রে রক্তাক্ত হতে পারে। তাই অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে রাখাই শ্রেয়। তবে জেলে থাকলেও বিপজ্জনক অনুব্রত মণ্ডল। গতবার বীরভূমে সাদা থান আর নকুলদানার দাওয়াই দিয়েছিলেন তিনি। তাই জেলে থাকলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করতে হবে। দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, বীরভূমের ব্যাপার তো আপনারা সবাই জানেন। খুব চেষ্টা চলছে, অনুব্রতকে জামিন করিয়ে নেওয়ার। উনি যদি জামিনে বেরিয়ে আসেন, তাহলে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে না। কারণ, এবার ওরা আরও দুর্বল। গতবারের চেয়ে ওদের অবস্থা খারাপ। তাই জয়ের জন্য হিংসাকেই আশ্রয় করবে শাসকদল তৃণমূল। দিলীপ ঘোষের কথায়, শান্তিতে পঞ্চায়েত ভোট করতে গেলে অনুব্রতকে ভিতরে রাখার দরকার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার। কিন্তু বিজেপি কতটা তৈরি? সেই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা তৈরি। জেলায় জেলায় বৈঠক চলছে। ৬ নভেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা আসবেন। সাংগঠনিক বৈঠকও শুরু হয়ে যাবে। এবার ৫০ শতাংশ তৃণমূল নির্দল হয়ে যাবে। যা গতবারের থেকেও বেশি। নিজেরাই প্রার্থী দেওয়া নিয়ে মারামারি করবে। পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা আগেরবারও চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি। কারণ রাজ্য সরকার চায়নি। আগের পঞ্চায়েত ভোট থেকেই এ রাজ্যে বিজেপি নজর কাড়তে শুরু করে। এবার আমরা অনেক বেশি প্রস্তুত। সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করব তৃণমূলের ভোট-সন্ত্রাসের। এ রাজ্যে ভোট শান্তিপুর্ণ হয় না। তৃণমূল রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট করতে চাইছে। আমরাও মোকাবিলা করব। গত পঞ্চায়েতে ওরা এত শক্তি লাগিয়েও আটকাতে পারেনি। এবার আরও বেশি লড়াই হবে। দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই যাতে মানুষ সাহস করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোট দিতে পারেন। আমাদের সাহায্য লাগবে না। আমাদের কর্মীরা যথেষ্ট। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই যেভাবে গ্রামে-গঞ্জে খুনোখুনি শুরু হয়ে গিয়েছে, তাতে শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়া নিয়ে সংশয় আছে। তাই এই বিষয়টি ভাবা দরকার নির্বাচন কমিশনের।

বিজেপিকে হোয়াইট ওয়াশ করাই লক্ষ্য শুভেন্দু-দিলীপের গড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধু পঞ্চায়েত নয়, তৃণমূলের মূল লক্ষ্য কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা ভোট। তৃণমূল এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে অবিভক্ত মেদিনীপুরে ৫-০ ব্যবধানে বিজেপিকে হারাতে। সেই লক্ষ্য নিয়ে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে নির্বাচন-পরিকল্পনা করছে তৃণমূল। ৫ আসনের মধ্যে তৃণমূলের হাতে রয়েছে বর্তমানে তিনটি। এবার সেখানে বিজেপিকে হোয়াইট ওয়াশ করাই লক্ষ্য।

দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে মোট পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। তৃণমূলের হাতে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি কেন্দ্র। পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্য একটি এবং ঝাড়গ্রামের একটি কেন্দ্র বিজেপির দখলে। তবে তৃণমূলের হাতে পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি কেন্দ্র থাকলেও দুই কেন্দ্রের সাংসদেরই এখন তৃণমূলে বৈরাগ্য। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল চ্যালেঞ্জ নিয়েছে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে অবিভক্ত মেদিনীপুরের পাঁচটি কেন্দ্রই দখল করার। আর এই মিশনে তৃণমূলের একাধারে লড়াই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে অন্যাদিকে লড়াই দিলীপ ঘোষের সঙ্গে। শুভেন্দু অধিকারীর বাবা ও ভাই বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুকের সাংসদ। আর মেদিনীপুরের সাংসদ বর্তমানে দিলীপ ঘোষ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূলের বাড়বাড়ন্ত ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর থেকে। ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে ভালো ফল করতে শুরু করে তৃণমূল। পুরো জেলাটাই তৃণমূলের

করায়ত্ত হয়। হালে শুভেন্দুর দলবদলের পর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে তৃণমূল। তৃণমূল ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে পুরো জেলার দখল চাইছে। তাই প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে এখন থেকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দুটি কেন্দ্রে তৃণমূল ভালো ফল করেছিল ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে। কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপি মেদিনীপুর আসনটি তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে নেয়। ঘাটাল আসনটি তৃণমূল ধরে রাখতে সক্ষম হয়। একইসঙ্গে ঝাড়গ্রামও হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। তাদের এখন লক্ষ্য ঘাটাল আসনটি ধরে রেখে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম আসনটি দখল করা। সেইমতো কৌশল তৈরি করছে তৃণমূল।

২০২১-এর নির্বাচনে তৃণমূল ফিরে আসার স্বাক্ষর রেখেছে। নন্দীগ্রাম-সহ কয়েকটা আসনে হারলেও দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের রাশ তাদের হাতেই থেকেছে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে আদলে তৃণমূল লোকসভার অঙ্ক কষতে ব্যর্থ। ২০১৯-এ ৪২-এ ৪২ করার লক্ষ্যে জাল বিস্তার করেছিল। তারপর দেখা যায় লক্ষ্যমাত্রা ৪২ থেকে কমে ২২-এ দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। এবার ফের হারানো কেন্দ্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল। তবে যাবতীয় চর্চা এখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়েই। তমলুক ও কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে কি অধিকার-রাজ খর্ব করে তৃণমূল দখল নিতে পারবে? অধিকারী পরিবারের সঙ্গে তৃণমূলের এখন শত যোজন দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলনেতার এই জেলায় দুই আসন নিয়ে বিজেপিরও মাথাব্যথা বেশি। কেননা বিরোধী দলনেতার জেলা বলে কথা। আর তৃণমূলও প্রেস্টিজ ফাইটে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তমলুক ও কাঁথি আসনে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- **মনিরুল করিম** (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

হজরত ঈসা আ.-এর জীবন-বৃত্তান্ত

হজরত ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তাঁকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকে হজরত আদম আ.-এর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। হজরত ঈসা আ. সংসারত্যাগী ছিলেন। কোনও ঘরও বাঁধেননি এবং বিয়েও করেননি। সারা জীবন তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রচার করে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর উম্মতেরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা হজরত আদম আ.-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্য হজরত ঈসা আ.-কে শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়। তাই হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলার কোনও কারণ নেই। হজরত ঈসা আ.-এর জন্য আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবি ও রাসুল আগমন করেছেন হজরত ঈসা আ. তাঁদের অন্যতম।

হজরত ঈসা আ.-এর জন্মস্থান

ফিলিস্তিনের বাইত লাহম (বেথেলহেম) নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম মারিয়াম বিনতে হান্না বিনতে ফাখুজ। হজরত ঈসা আ. আল্লাহর হুকুমে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্ম সাল থেকেই খ্রিস্টাধ গণনা করা হয়। পবিত্র কোরানে তাঁকে 'মাসিহ ইবনে মারিয়াম', 'কালিমাতুল্লাহ' ও 'রুহুল্লাহ' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হজরত ঈসা আ.- এর ওপর আসমানি কিতাব ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে ।

হজরত ঈসা আ.-এর মুজিজা

আল্লাহতায়ালা তাঁকে মুজিজা (অলৌকিক ক্ষমতা) দান করেন। তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় বাকশক্তি লাভ করেন। আল্লাহতায়ালা মুজিজা হিসাবে তাঁকে মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার শক্তি দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে মাটির তৈরি পাখিকে ফুৎকার দিয়ে জ্যান্ত বানিয়ে ফেলতেন। ''আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখির আকৃতি তৈরি করব। অতঃপর তাতে ফুৎকার দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব।'' (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪৯)

হজরত ঈসা আ. কে হত্যার ষড়যন্ত্র

হজরত ঈসা আ. ইহুদিদেরকে তাদের অপকর্ম থেকে বাধা দিলে তারা তাঁর উপর খুব ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। পাশাপাশি হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। এই হীন উদ্দেশ্যে তারা হজরত ঈসা আ.-এর ঘর অবরোধ করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য 'তাইতালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে পাঠায়। কিন্তু মহান আল্লাহ হজরত ঈসা আ.-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। আর তাইতালানুস নামক ওই ব্যক্তিকে হজরত ঈসা আ.-এর আকৃতি দান করেন। সে হজরত ঈসা আ.-কে কোনও কিছু করতে না পেরে বাইরে চলে আসে। অপেক্ষমান লোকজন তাকে হজরত ঈসা আ. মনে করে পাকড়াও করে। অতঃপর সবাই মিলে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করে। এই মর্মে আল্লাহ বলেন, ''তারা তাকে (ঈসাকে) হত্যাও করেনি ক্রুশবিদ্ধও করেনি, বরং তারা এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, যারা তার সম্পর্কে মতবিরোধ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত অদের কোনও জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'' (সূরা আন-নিসা, আয়াত—১৫৭-১৫৮)

হজরত ঈসা আ.কে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ

শেষ জামানায় পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে হজরত ঈসা আ. পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এসে তিনি ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং দজ্জালকে হত্যা করবেন। জিজিয়া প্রথা

(অমুসলিম থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর) তুলে দেবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। সমস্ত শুকর মেরে ফেলবেন। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সময় পৃথিবীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হবে যে, দান-সদকা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হজরত ঈসা আ. মহানবি হজরত মহম্মদ স.-এর উম্মত হয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁকে রাসুল স.-এর রওজা মুবারকের পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা দুজন একই স্থান থেকে উঠবেন।

ভ্রান্ত বিশ্বাস

খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে হজরত ঈসা আ.-এর উম্মত মনে করে। অধিকাংশ খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, হজরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র, মারিয়াম আ. আল্লাহর স্ত্রী এবং হজরত ঈসা আ.-কে ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। তবে কিছুসংখ্যক খ্রিস্টানরা যারা হজরত ঈসা আ.-এর প্রতি ইমান এনেছিল ও তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে পবিত্র কুরআনে 'হাওয়ারি' (সাহায্যকারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন, ''বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেই জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।'' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১-৩)

হজরত ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তাঁকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকে হজরত আদম আ.-এর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। হজরত ঈসা আ. সংসারত্যাগী ছিলেন। কোনও ঘরও বাঁধেননি এবং বিয়েও করেননি। সারা জীবন তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রচার করে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর উম্মতেরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা হজরত আদম আ.-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্য হজরত ঈসা আ.-কে শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়। তাই হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলার কোনও কারণ নেই। হজরত ঈসা আ.-এর জন্য আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সকলের উচিত তাঁর ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করবেন। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না এবং হজরত ঈসা আ.- কে আল্লাহর রাসুল হিসেবেই বিশ্বাস করব। আমীন।

নারী শিক্ষার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্যে থেকে যেমন আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ীর মতো মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নার মতো মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শেষ পর্ব

জ্ঞানার্জনের কোনও বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতি ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফতি। উমর, আলি, যায়েদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দিকা, উম্মে সালমা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরিফে আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, ''আমাদের মাঝে যখনই কোনও হাদিসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।''

ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি, বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষগণ যেভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করত, তেমনি মহিলাদের জন্যও ইলমে দ্বীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবেয়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদুষী, বিজ্ঞানী এবং হাদিসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামি আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কোরান শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।'' এই হাদিসে কোরানের ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মৌলানা আশরাফ আলি থানবী রহ. 'বেহেশতী জেওর' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ''এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া একান্ত দরকার।'' শুধু নামাজ

বা রোজার আহকাম, কোরান শরিফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামি জ্ঞানার্জন হয় না, বরং ইসলামি আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরি। দ্বীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদিনাতে ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে ইলমে হাদিস এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কাছে ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদিস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দ্বীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। 'মাদখাল' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দুর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মতো মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মৌলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, ''এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।'' সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠন সহকারে শরীয়তের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

সত্যি করে বল

বদ্রীনাথ পাল

সত্যি করে বল দেখি মা
করবি নাকো ছল,
কালো রূপে এত আলো
কোথায় পেলি বল?

জিভ কেন তুই বের করেছিস
লজ্জা কীসের তোর,
সব ছেড়ে তুই রক্ত খাবি
এতোই ক্ষিধের জোর?

জগৎ-মাতা হয়েও কেন
থাকিস অগোচর,
কেন তোকে দেখলে লোকের
বুক কাঁপে থরথর?

রণচণ্ডী মূর্তি এবার
কর মা সম্বরণ,
স্নেহময়ী রূপেই তোকে
দেখব অনুক্ষণ।

তোর আলোতেই হোক মা আলো
দীপাবলির রাত
তরবারি বাদ দিয়ে থাক
আশীর্বাদের হাত।

"জীব অন"

অনুপম দাস

ভেঙে যাওয়ার কাঁচকে কুড়িয়ে নতুন করে গড়ার
নামই হয়তো জীবন,
হয়তো গল্পের শেষের পরেও না দেখা পাতায় পড়ার নামই জীবন।
কী পেয়েছি কী পাবো উত্তরহীনটার নামই হয়তো জীবন
চেয়েও না পাওয়ার অনন্দের নামই হয়তো জীবন।
শুকনো মাটিয়ে পড়ে গিয়েও ভেঙে না গিয়ে আঘাত পাওয়ার নামই হয়তো বা জীবন।
তুলের টানে আনমনে জানা ছবি বদলে অন্য এক ছবিটারই নাম হতেও তো পারে জীবন!
জীবন কী জীবন কাকে বলে জীবনের কাছেই তা অজানা!
হয়তো এই অজানা, না দেখা, না পাওয়ার আর এক নামই জীবন!
আজও হাজার কোটি বছর পরও জীবনের গর্ভেই বেঁচে থাকা বীজটার নামই জীবন।
মৃত্যুকে চোখ রাঙিয়ে বেঁচে থাকার নামই জীবন!
কালোর মাঝেও পূর্ব আকাশে ঘুমের চাদরে হাই তোলা কমলাই হয়তো বা জীবন,
পথের ধারে পড়ে থাকা শ্বাস নিয়ে বাঁচা কলঙ্কগুলোর নামই জীবন!
সত্যি জীবন কী জীবন কাকে বলে তথাকথিত উত্তরে নেই বন্দি!
না পাওয়া অজানা না দেখা অদৃশ্য গল্পের সাথে সে আজ করে চলেছে সন্ধি!!

মুক্ত দীপাবলি

দিলীপ কুমার খাটুয়া

''ঝলমলে দীপাবলি! বল তুমি কার?''
প্রশ্ন করে নিপীড়িত মনের আঁধার,
প্রশ্ন রাখে লাল বাতি বস্তির কুহেলি,
জিজ্ঞাসে বঞ্চিত মুখে কলঙ্কের কালি।
''গর্বিত দীপাবলি ! তোমার উৎস কী?''
জানতে চায় আঁধার রাতের জোনাকি।
কৌতূহলী নদীচরে আলেয়ার দ্যুতি,
কারণের খোঁজে ব্যস্ত ক্ষীণ মোমবাতি।

কুণ্ঠিত দীপালি কয় কম্পমান স্বরে,
''রয়েছি নজরবন্দি লালসার ঘরে।
বাধ্য নর্তকী ভণ্ডের রূপালি মন্দিরে
রঙিন বিজলী ঢেউ অট্টালিকা ঘিরে।''
শব্দবাজি সহচর দূষণ ছড়ায়,
আমাদের পুষ্টি আজ লুটের টাকায়।
অবরুদ্ধ শুভবুদ্ধি লোভের কারায়,
বিবশ আলোর মালা দুর্বৃত্ত সেবায়।
ছোটো বড়ো যত আছো মুক্ত রোশনাই ,
চলে এস একসাথে চাঁচর জ্বালাই।
মঙ্গলদীপের আলো ছড়াক সংসারে
তামসী কালিমা যাক দূর পরপারে।

আয়োজন

জাহাঙ্গীর মিদ্দে

যারা আয়োজন করে তারা জানে
প্রিয় মানুষ না এলে, মজলিশে ঠিক কী হয়!
ঐ ফুলের সমাহার, ঐ আলোর রোশনাই, মনের মধ্যের
অহরহ উচাটন, অপেক্ষার প্রহর।
সমুজ্জ্বল থেকে কেমন নিদারুণ ফ্যাকাশে রঙের
হয়ে যায়!
যারা আয়োজন করে তারা জানে,
তারা জানে, জীবনের ব্যর্থ সময়ের রং, পৃথিবীতে কতটা অসার
শূলিতে শোয়া কাঁটা ফোটা এই জীবন।
যারা আয়োজন করে তারা জানে,
প্রিয় বলে কেউ হয় না, কিছু হয় না,
সবই আপেক্ষিক, সবই মোহ, হৃদয়ের একটা করুণ আকুতি,
যে শুধু হৃদয়ের ভেতর অদৃশ্য ঘুরে বেড়ায়, বাস্তবে শুধুই মায়া।

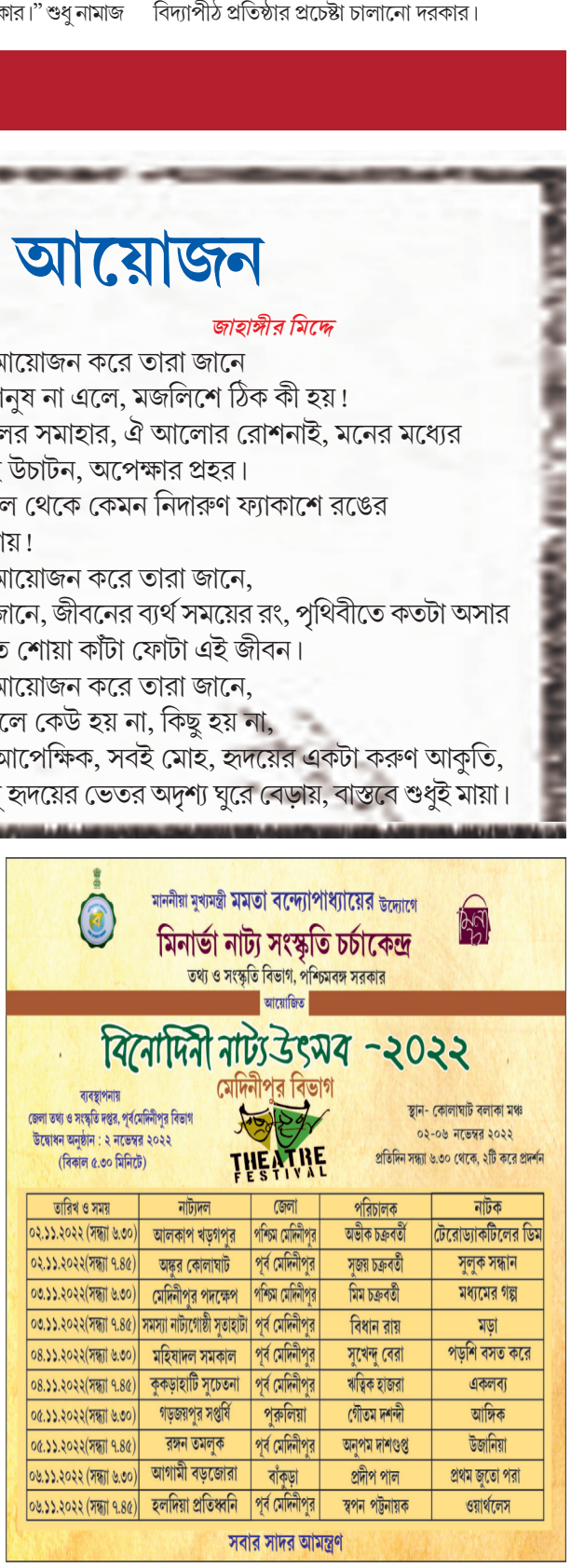

এলিয়েনদের বাসস্থান থাকতে পারে মঙ্গল গ্রহে

বিজ্ঞানীদের দাবিতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে থাকতে পারে এলিয়েনদের বাস। মহাকাশ বিজ্ঞানের নতুন গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করলেন তাঁদের মৃত্যুরও কারণও। নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজ গ্রহকে ধ্বংস করার আগে মঙ্গলগ্রহে জীবন বিদ্যমান থাকতে পারে।

মঙ্গল গ্রহে যে আগে এলিয়েনদের বাস ছিল, সেই ধারণা প্রকৃতি জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রকাশিত একটি জলবায়ু মডেলিং গবেষণা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। কোটি কোটি বছর আগে মঙ্গল গ্রহে ব্যাকটেরিয়া বিকাশের কল্পনায় কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করা হয়েছিল এই গবেষণা। যখন লাল গ্রহে আজকের পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল ছিল। কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল পরিবর্তনের ফলে জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন যে দুটি গ্রহের বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ এবং সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব পৃথিবীতে জীবনের সহায়ক, কিন্তু মঙ্গল গ্রহে প্রাণের বিলুপ্তির জন্য দায়ী। মঙ্গল গ্রহের জীবন সূর্য থেকে গ্রহের বেশি দূরত্বের কারণে প্রাণের বিকাশ ও প্রাণের উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম নয়। এখানকার তাপমাত্রা জীবনের সহায়ক নয়। কেননা এখানকার বায়ুমণ্ডলে আটকে থাকা গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির উপর নির্ভর করে।

প্রাচীন ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোজেনের ব্যবহারে এবং মিথেন উৎপাদনে ধীরে ধীরে গ্রহের তাপ আটকানোর প্রক্রিয়াকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে তোলে এবং মঙ্গল গ্রহকে চরম ঠান্ডার কারণে অবাসযোগ্য করে তোলে। মঙ্গল গ্রহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১০ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেঞ্জের মধ্যে থাকতে পারে। যখন প্রাণীরা উন্নতি লাভ করে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা মাইনাস ৫৭ ডিগ্রিতে নেমে আসে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গবেষক বরিস সউটারে বলেন, জীবনের উপাদানগুলি মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এটা সম্ভব যে মহাবিশ্বে নিয়মিতভাবেব প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু গ্রহের পৃষ্ঠে বাসযোগ্য অবস্থা বজায় রাখতে জীবনের অক্ষমতা দ্রুত বিলুপ্ত করে দেয়। আমাদের পরীক্ষা এটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। কারণ এটি দেখায়, আদিম বায়োস্ফিয়ার একটি সম্পূর্ণ স্ব-ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

বিজ্ঞানী সাউটারের মতে, মানুষের অনুসন্ধান শুরু হওয়ার পরে এই ধরনের অবস্থানগুলি ভবিষ্যতের মঙ্গল মিশনের পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে। এই মুহূর্তে সমসাময়িক মঙ্গল গ্রহ অধ্যয়নেও তা মনোনিবেশ করতে পারে। যদিও বায়ুমণ্ডলে মিথেনের বর্ধিত পরিমাণ মাইক্রোবায়াল কার্যকলাপ ব্যাতীত অন্যান্য কারণের পরিণতিতে হতে পারে। তবে মিথেনোজেনের মতে জীবনরূপ মঙ্গল গ্রহে বিচ্ছিন্ন পকেটে অন্যথায় প্রতিকূল পরিবেশে ভিনগ্রহের গভীর ভূগর্ভস্থ মরুদ্যানে টিকে থাকতে পারে।

মহাবিশ্ব থেকে শোনা যাচ্ছে রহস্যময় ‘স্পন্দন’!

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাবিশ্ব থেকে রহস্যময় ‘স্পন্দন’ শোনা যাচ্ছে পৃথিবীতে। উচ্চ বিকিরণের রহস্যময় স্পন্দন সারা বিশ্বজুড়ে ডিটেক্টরে ধরা পড়ছে। যে স্পন্দনের শধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উত্তেজিত। ৯ অক্টোবর পৃথিবীতে একটি অস্বাভাবিক দীর্ঘস্থায়ী স্পন্দন আঘাত হেনেছিল, যা বিশ্বব্যাপী কৌতুহল জাগিয়েছে। সম্ভবত মহাবিশ্বে ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টির ফলে এই ধরনের স্পন্দন শোনা যায়।

মহাবৈশ্বিক এই স্পন্দনকে গামা রে বার্স্ট বলা হয়। এই ধরনের স্পন্দন ১.৯ বিলিয়ন বছর আগে উদ্ভুত হয়েছিল। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে এই ধরনের স্পন্দন বা বিস্ফোরণটি শনাক্ত করা হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বিস্ফোরণটি আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছি কোথাও হয়েছে। কোথায় হয়েছে এ ধরনের শক্তিশালী বিস্ফোরণ, তা এখনও জানা যায়নি। রহস্যময় পালস আলোর গতিতে ছুটে আসছে। পৃথিবীতে পৌঁছতে ১.৯ বিলিয়ন বছর সময় নেয়। এটি মহাবিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী বিস্ফোরণগুলির মধ্যে একটি, যা পরিচিত সবথেকে আলোকিত ঘটনাগুলির মধ্যে রয়েছে। উচ্চ বিকিরণ সারা বিশ্বে ডিটেক্টর দ্বারা বাছাই করা হয়েছিল। এবং অবিশ্বাস্য গতিতে সৌরজগতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

নাসার ফার্মি গামা-রে স্পেস টেলিস্কোপ, নিল গেহরেলস সুইফ্ট অবজার্ভেটরি এবং উইন্ড স্পেসক্রাফটের মধ্যে থাকা ডিটেক্টরগুলির শক্তি-মাত্রা আকস্মিক লাফ

তা কীসের

দিয়েছিল। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিকিরণের অনন্য স্বাক্ষর নিতে টেলিস্কোপকে প্রস্তুত করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা এটির নাম দিয়েছেন জিআরবি ২২১০০৯-এ। এটি স্যাগিটা নক্ষত্রের দিক থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এটি পৃথিবীতে পৌঁছনোর জন্য আনুমানিক ১.৯ বিলিয়ন বছর ভ্রমণ করেছিল। নাসা বলেছে, বিস্ফোরণটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের এনআইসিইআর এক্স-রে টেলিস্কোপ এবং মনিটর অফ অল-স্কাই এক্স-রে ইমেজ নামে একটি জাপানি ডিটেক্টরে ধরা পড়ে। অরবিটিং হাই অ্যানার্জি মনিটর অ্যালার্ট নেটওয়ার্ক ফলো করে টেলিস্কোপে দৃশ্যমান হয়। এই বিস্ফোরণটি সাধারণত জিআরবি-র তুলনায় অনেক কাছাকাছি। তবে এটি দূরত্ব নির্বিশেষে দেখা সবথেকে শক্তিশালী আলোকিত বিস্ফোরণগুলির মধ্যে একটি।

বিস্ফোরণটি একটি ব্ল্যাক হোলের জন্মকে চিহ্নিত করে, যা একটি বিশাল নক্ষত্রের হৃদয়ে নিজের ওজনে ভেঙে পড়ে। বিকিরণ হল নক্ষত্রের মধ্যে দিয়ে আলোর ভেদের গতির কাছাকাছি ভ্রমণকারী কণাগুলির জেট, যা মহাকাশের প্রবাহিত হওয়ার সময় এক্স-রে এবং গামা রশ্মি নির্গত করে। নাসা সম্প্রতি একটি রিলিজে বলেছে, এই প্রাচীন বিস্ফোরণের আলো ব্ল্যাক হোলের জন্ম, আলোর গতির কাছাকাছি পদার্থের আচরণ এবং মিথস্ক্রিয়া, দূরবর্তী ছায়াপথের অবস্থা এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আসে।

৩০ হাজার গ্রহাণু আবিষ্কার

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসার অপেক্ষা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩০ হাজার গ্রহাণু মহাকাশের এমন এক অবস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে, যে তারা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসবে একে একে। এর ফলে সমূহ বিপদের মুখে পড়েছে পৃথিবী। নাসা যখন মহাকাশে গ্রহাণু গতিপথ বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে, তখন মহাকাশে একযোগে এত সংখ্যক গ্রহাণু বিচরণ ফের আশঙ্কার ক্ষেত্র তৈরি করেছে পৃথিবীর জন্য।

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছে, গ্রহাণুর ক্যাটলগ এখন ৩০ হাজার চিহ্ন অতিক্রম করেছে। এই কাছাকাছি-পৃথিবীর বস্তুগুলি এমন একটি পথে রয়েছে, যা তাদের সৌরজগতের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। এই মহাকাশ শিলাগুলির বেশিরভাগই গত দশকে শনাক্ত করা হয়েছে, যা সূর্যের ১.৩ জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিটের মধ্যে রয়েছে। গ্রহাণুটি আমাদের গ্রহের কক্ষপথে ৪৫ মিলিয়ন কিলোমিটার মধ্যে আসতে পারে। এখন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে ছড়িয়ে থাকা এক মিলিয়ন গ্রহাণু খুঁজে পেয়েছেন। গ্রহাণুগুলি প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতের গঠনের সময় অবশিষ্ঠ পাথরের টুকরো। নাসা জয়েন্ট প্রপালশন ল্যাবরেটরি অনুসারে একটি গ্রহাণুকে পৃথিবীর কাছাকাছি বস্তু হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। যখন আমাদের গ্রহ থেকে গ্রহাণুর দূরত্ব পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্বের থেকে কম হয়। উল্লেখ্য পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯৩ মিলিয়ন মাইল।

আবিষ্কৃত হওয়া প্রথম পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহাণু ছিল ৪৩৩ ইরস। ১৮৯৮ সালে বার্লিনের ইউরেনিয়া অবজার্ভেটরিতে কার্ল গুস্তাভ উইট এবং ফেলিক্স লিঙ্ক দ্বারা শনাক্ত করা হয়েছিল। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা বলেছে, পাথরের গ্রহাণুটির কক্ষপথ এটিকে পৃথিবীর প্রায় ২২ মিলিয়ন কিলোমিটারের মধ্যে নিয়ে আসে। এই দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের ৫৭ গুণ।

স্থলভিত্তিক টেলিস্কোপ ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহাণুর গতিপথ চার্ট করতে এবং এর কক্ষপথের গতিবিধি বিশ্লেষণ করতে হাবল এবং গাইয়া-সহ অন্যান্য টেলিস্কোপের উপর নির্ভর করে। গ্যালাক্সিতে এক বিলিয়ন নক্ষত্র ক্যাটলগ করার মিশনে গাইয়া ইতিমধ্যেই কাজ করছে। এবং কোন গ্রহাণু ঝুঁকিপূর্ণ, তা বোঝার চেষ্টা করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, বর্তমান আবিষ্কৃত পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহাণুগুলির মধ্যে একটিও উদ্বেগের বিষয় নয়। অন্তত একশো বছরের মধ্যে উদ্বেগজনক কোনও গ্রহাণু নেই, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। বা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশে বেঁচে থাকতে পারে। যখন এটি এক কিলোমিটার বা তার বেশি বড় হয়, তখনই তা বিধ্বংসী গ্রহাণু রূপে চিহ্নিত হয়। যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি ১০০ বছর কেন এক শতকের মধ্যেও ঝুঁকিপূর্ণ নয়।

পৃথিবী কিন্তু গোল নয়!

মাধ্যাকর্ষণ এখনও আমাদের গ্রহকে ভিন্ন ভিন্ন আকার দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমরা বলি পৃথিবীটা গোল, কিন্তু পৃথিবীটা আদতে গোল নয়! যারা পৃথিবীকে মনে করেন সমতল, তারাও ভুল। নতুন গবেষণায় পৃথিবীর অনন্য আকৃতির ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। যে মাধ্যাকর্ষণের জন্য আমরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেই মাধ্যাকর্ষণ আজও আমাদের গ্রহকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ভিন্ন ভিন্ন আকার দিয়ে চলেছে।

গবেষণায় উঠে এসেছে, এটি কেবল পৃথিবীর অনন্য আকৃতির কেন্দ্রস্থল নয়, এটি এখনও গ্রহটিকে ভেতর থেকে আকার দিয়ে চলেছে। ফলে পৃথিবীর আকার দিন দিন বদল হচ্ছে। আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য সমস্ত গ্রহের মতো পৃথিবীর আকৃতিটি মহাকর্ষের কারণে উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তাকার আকৃতির কারণে পৃথিবীর কেন্দ্র এবং নিরক্ষরেখার থেকে কেন্দ্র থেকে মেরুর দূরত্ব বেশি। গবেষকরা এখন খুঁজে পেয়েছেন কীভাবে পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত মহাকর্ষীয় শক্তিগুলি ল্যান্ডস্কেপ এবং আকৃতির বিবর্তনে সাহায্য করেছে। এই শক্তিগুলি পর্বত বেল্টের গভীরে রয়েছে, যা ত্রুটিগুলির সঙ্গে নাটকীয় আন্দোলনকে ট্রিগার করে। এই ত্রুটিগুলির ফলে পর্বত বেল্টের পতন ঘটে। এবং পাথরের সংস্পর্শে আসে, যা একসময় পৃষ্ঠের ৩০ কিলোমিটার নীচে ছিল। যদিও পৃথিবীর আকৃতি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেখানে অন্যান্য কারণও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রহের অসম পৃষ্ঠ। গ্রহের অভ্যন্তরে সম্পদ বিতরণের বিভিন্ন স্তর এবং ভূত্বকের স্তরের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। নেচার কমিউনিকেশন জার্নালে প্রকাশিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, টপোগ্রাফি এবং ক্রাস্টাল আন্দোলনের দ্বারা উৎপন্ন মহাকর্ষীয় শক্তি নিম্ন ও মধ্য ভূত্বকের উর্ধ্বমুখী প্রবাহের প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। অনুসন্ধানগুলি আমাদের নিজস্ব গ্রহের বিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মেটামরফিক কোর কমপ্লেক্স নামক এক্সপোজারগুলি গবেষণা করে উপসংহারে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। ওইগুলি ফিনিক্স এবং লাস ভেগাস অঞ্চলের চারপাশে পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতীত পর্বত বেল্টের জীবাশ্মের স্বাক্ষর বলে মনে করছেন তাঁরা। গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু এবং টেকটোনিক্সের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ল্যান্ডস্কেপ এবং ক্ষয়ের ইতিহাস অনুকরণ করা হয়েছিল। ভূতাত্ত্বিকরা আরও দেখিয়েছেন যে, স্তন্যপায়ী বৈচিত্র্যের শিখরকে পরিসংখ্যানগতভাবে প্রাচীন পর্বত বেল্টের বর্ধিত পতনের শিখরের সঙ্গে আবদ্ধ করা যেতে পারে। এটি পরিমাপ করে যে, কীভাবে গভীর পৃথিবীর শক্তি জলবায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভূ-দৃশ্যকে প্রভাবিত করে এবং জীবাশ্ম রেকর্ডের মধ্যে পাওয়া স্তন্যপায়ী বৈচিত্র এবং প্রজাতির বিচ্ছুরণকে প্রভাবিত করে।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

৫৭ বলে ১৬২ রান ‘বেবি এবি’-র!

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অনবদ্য পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে সকলের নজর কেড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডিওয়াল্ড ব্রেভিস। তার ব্যাট করার ধরন দেখে অনেকেই তাকে প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ভক্তরা তাকে আদর করে ‘বেবি এবি’ বলেই ডাকেন। সেই তিনি ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা আয়োজিত টি-২০ চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টে সোমবার খেললেন এক অনবদ্য ইনিংস। টি-২০ ইতিহাসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের তালিকায় যা তাঁকে স্থান করে দিল তিন নম্বরে। অল্পের জন্য স্পর্শ করা হল না ‘ইউনিভার্স বস’ ক্রিস গেলের সর্বোচ্চ রানের নজির। ৫৭ বলে ১৬২ রানের একটি দুরন্ত ইনিংস খেললেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-২০ চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয়েছিল টাইটানস এবং নাইটস। সেই ম্যাচেই টাইটানস দলের হয়ে ১৬২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেললেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস। পাওয়ার হিটার ব্রেভিস এদিন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিপক্ষ বোলারদের কাছে। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে এই মরশুমে খেলতে দেখা গিয়েছিল ব্রেভিসকে। এদিন ১৬২ রানের ইনিংসে তিনি হাঁকিয়েছেন ১৩টি চার এবং ১৩টি ছয়। ব্যাট করতে নেমেই তিনি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাটিং শুরু করেন। মাত্র ১৮ বলে করে ফেলেন অর্ধশতরান। তার পরবর্তী ৫০ রান আসে মাত্র ১৭ বলে। অর্থাৎ মাত্র ৩৫ বলে নিজের শতরান পূরণ করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে দ্রুততম শতরানেরও নজির গড়ে ফেলেন। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল লুটস ব্যাটসম্যানের দখলে। তিনি ৪১ বলে করেছিলেন শতরান। ২০ তম ওভারে মারতে গিয়ে জেরাল্ড কোয়েটজের বলে আউট হয়ে যান তিনি। ওপেনিং পার্টনারশিপে জুটিতে ১৭৯ রান তোলেন ব্রেভিস। ব্রেভিসের ইনিংসে ভর করে টাইটানস দল ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৭১ রান করতে সমর্থ হয়।

মোহনবাগানের সামনে থেকে সরবে এটিকে?

গঠন করা হল ৫ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগানের নামের সামনে থেকে ‘এটিকে’ বাদ দেওয়ার দাবিতে সরব সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা। দফায় দফায় প্রতিবাদের ঝড় আছড়ে পড়ছে। এমন কী এর ঢেউ পৌঁছে গিয়েছে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তের বাড়ি পর্যন্ত! স্বভাবতই নড়েচড়ে বসেছেন ক্লাব-কর্তারা। ক্লাবের কর্মসমিতির বৈঠকে ইতিমধ্যে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজনে আইনি পরামর্শও নেওয়া হবে। তবে সমর্থকদের ক্ষোভের আঁচ থেকে বাঁচতে আপাতত জোড়াতালি দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে।

মোহমবাগান গত ২ বছর ধরে আইএসএল খেলছে। আর তবে থেকেই মোহনবাগানের নামের আগে জুড়েছে ‘এটিকে’। কারণ তারা এটিকে-র সঙ্গে মিলিত হয়েই চুক্তি করে আইএসএল খেলছে। তাই চুক্তি না ভাঙলে ‘এটিকে’ নাম মুছে ফেলা কঠিন। তবে ‘রিমুভ এটিকে’ দাবিতে আন্দোলন লেগেই থাকে। ময়দানে ক্লাব তাঁবু, এমনকী সচিব দেবাশিস দত্তের বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সমর্থকেরা। এমন কী কলকাতায় আইএসএলের ডার্বিও বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

এদিন মোহনবাগানে কার্যসমিতির বৈঠকে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? ঠিক হয়েছে, বিচারপতি অসীম রায়ের সাহায্য নেওয়া হবে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে আলোচনা করবেন সচিব দেবাশিস দত্ত। তাঁকে সাহায্য করবেন সহ-সচিব সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব ফুটবল সচিব মানস ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, ‘রিমুভ এটিকে’-র দাবিতে ক্লাবের সামনে যে ভাবে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করেছে মোহনবাগানের কার্যকরী সমিতি।

এ দিকে সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন মহেশ টেকরিওয়াল। মোহনবাগানের ক্রিকেট সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। তাঁর বদলে নয়া ক্রিকেট সচিব হলেন তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। চলতি বছরের অ্যাকাউন্টস পাস হয় এ দিনের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে। ১০ ডিসেম্বর হবে বার্ষিক সাধারণ সভা। ২১ এবং ২২ জানুয়ারি ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ১০ ডিসেম্বর হবে বার্ষিক সাধারণ সভা। ২১ এবং ২২ জানুয়ারি ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন মহামেডান

কলকাতা লিগ জয়ীরা ছাপ রাখল মিনি ডার্বিতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের কলকাতা লিগের খেতাব যে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পাচ্ছে, তা খাতায় কলমে রবিবারই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এরিয়ানের বিরুদ্ধে ভবানীপুর ড্র করার পরেই উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন সাদা-হলুদ সমর্থকেরা। ফলে মঙ্গলবারের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ব্ল্যাক প্যান্থারদের ম্যাচ ছিল নিছকই নিয়মরক্ষার। কিন্তু সেই ম্যাচ ড্র করে গোটা লিগে অপরাজেয় থেকে গেল মহামেডান।

পয়েন্ট তালিকায় ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে এবারের কলকাতা লিগ শেষ করল মার্কাস জোসেফ, ওসুমানরা। এদিন কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছিল মহামেডান। গোটা টুর্নামেন্টে সেভাবে দাগ কাটতে না পারলেও শেষ ম্যাচে জ্বলে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। মূলত এই লিগে ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ টিম খেলছে। মার্কাস, ওসুমানদের সঙ্গে এদিন পাল্লা দিয়ে লড়াই চালিয়ে যান বিদেশিহীন ইস্টবেঙ্গল। পিছিয়ে পড়ে ফিরে আছে ম্যাচে, শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় তারা। ফলে ১-১ গোলে শেষ হয় ম্যাচ।

এই নিয়ে টানা দু’বার কলকাতা সেরা হল মহামেডান। এমনিতেই এই টুর্নামেন্টে খেলেনি মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল খেললেও রিজার্ভ টিম খুব একটা দাগ কাটেনি টুর্নামেন্টে। তবে মহামেডানের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে রঞ্জন চৌধুরীর ভবানীপুর। শেষ ম্যাচ ড্র না করলে হয়তো আজকের ম্যাচ নিয়ে চিন্তায় থাকতে হতো সাদা-কালো ব্রিগেডদের।

ডুরান্ড কাপেও ছাপ রেখেছিল আন্দ্রে চেরনেসভের ছেলেরা। যখন ময়দানের অন্য দুই প্রধান গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছিল তখন মহামেডান খেলেছিল সেমিফাইনাল। যদিও খেতাব জিততে পারেনি। সেই দুঃখ ঘুচল কলকাতা লিগ জয়ের মধ্যে দিয়ে।

সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটির বাজিমাত ফরাসি ওপেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টির হাত ধরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে এল সোনালি সাফল্য। বিশ্বের ৮ নম্বর ডাবলস জুটির দখলে এল ফরাসি ওপেন ব্যাডমিন্টন সুপার ৭৫০ খেতাব। ২০১৯ সালে ফাইনালে উঠেও এই খেতাব অধরাই থেকে গিয়েছিল ভারতীয় জুটির কাছে। গতকাল ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি হারাল চাইনিজ তাইপের লু চিং ইয়াও-ইয়াং পো হান জুটিকে। সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি বিশ্বের ২৫ নম্বর চাইনিজ তাইপের জুটিকে হারাল ২১-১৩, ২১-১৯ ব্যবধানে। ফাইনালে মাত্র ৪৮ মিনিটেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন ভারতীয় শাটলাররা। ২০১৯ সালে তাইল্যান্ড ওপেন এবং চলতি বছরে ইন্ডিয়ান ওপেনের পর সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি এই নিয়ে তৃতীয় কোনও ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাবের দখল নিল। প্রথম গেমের শুরুতেই তাঁরা ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান। বিরতিতে প্রতিপক্ষের চেয়ে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন তাঁরা। দ্রুতগতির র‍্যালির মাধ্যমেই চাইনিজ তাইপে জুটিকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে ভারতীয় জুটি। দ্বিতীয় গেমে তবু কিছুটা লড়াই চালান লু চিং ইয়াও ও ইয়াং পো হান। এই গেমেও বিরতিতে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন চিরাগ ও সাত্ত্বিক। এরপর চাইনিজ তাইপে জুটি ব্যবধান কমিয়ে ১০-১২-তে স্কোর নিয়ে এসে মরিয়া লড়াই চালাতে থাকে। যদিও শেষরক্ষা করতে পারেনি। খেলার স্কোরলাইন যখন ১৯-১৯ তখন মাথা ঠান্ডা রেখে জয় ছিনিয়ে নেয়। সাত্ত্বিকের অ্যাটাকিং রিটার্নেই খেতাব জয় সম্পন্ন হয়।

মারাদোনার জন্মদিনে আরও এক ‘নতুন মারাদোনা’র গল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: কৃষ্ণসাগরের উপকূলে জর্জিয়ার কোবুলেতি শহরের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব শুকুরা তেমন পরিচিত কোনো নাম নয়। জর্জিয়ার বাইরে এই ক্লাবটিকে কেউ চেনারও কথা না। তবে এই নামটির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে জর্জিয়ার এক সোনালি সন্তান এবং আরও অনেক গল্প।

যাঁর কথা বলছি, নাম তাঁর রেভাজ চেলেবাজদে। কোবুলেতি শহরেরই ছেলে। যাঁকে সবাই চেনে ‘চেলে’ নামে। নাহ শুকুরার হয়ে কখনো খেলেননি চেলে। তবে শুকুরার স্টেডিয়াম গেটের নাম রাখা হয়েছে তাঁর নামে—‘চেলে অ্যারেনা’।

চেলে তাঁর কেরিয়ারের সেরা সময়টা পার করেছেন দিনেমো তিবিলিসিতে। ১৯৭৮ সালে তিবিলিসির সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা ক্লাব হওয়াতেও বড় অবদান ছিল চেলের। চেলেবাজদে থেকে শুধুই ‘চেলে’ হওয়ার গল্পটাও দারুণ। সমর্থকেরা ভালোবেসে নামটা তো ছোট করেছেনই, সঙ্গে ফুটবল কিংবদন্তি পেলের সঙ্গে মিলিয়ে ‘চেলে’।

তিবিলিসির হয়ে খেলা চেলে তার কেরিয়ার শেষ করেছেন ১৯৮৭ সালে। এর প্রায় ১৪ বছর পর সেই তিবিলিসিতেই জন্ম খিচা কাভারাস্কেইয়া নামে একজনের। তাঁরও শুরুটা সেই দিনেমো তিবিলিসির হয়ে। ২১ বছর বয়সের সেই কাভারস্কেইয়া এখন ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে পরিচিত ‘কাভারাডোনা’ নামে। আজ মারাদোনার জন্মদিনে জেনে নেওয়া যাক নতুন মারাদোনার গল্পটা।

পেলে থেকে যেমন চেলে, কাভারাস্কেইয়াও তেমন মারাদোনা থেকে ‘কাভারাডোনা’। এ যেন অদ্ভুত এক কাকতাল! অপেক্ষাটা হয়তো একটুই দীর্ঘই হ’ল। তবু পেলের পর মারাদোনাকেও যেন পেয়ে গেল

জর্জিয়া। এমন ভাগ্য তো খোদ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনারও যে হয়নি!

মজার ব্যাপার, নাপোলিতে মারাদোনার সঙ্গে তুলনায় আসার আগে কাভারাস্কেইয়ার পরিচিতি ছিল ‘জর্জিয়ান মেসি’ নামে। এই তুলনা যে আকাশ-কুসুম কোনও কল্পনা নয় অর্ধেক মরশুম পেরোনোর আগেই সে প্রমাণ দিয়েছেন কাভারাস্কেইয়া। এ মরশুমে নাপোলির যে দাপুটে পারফরম্যান্স, তার নিউক্লিয়াস তো ৭৭ নম্বর জার্সি গায়ের এই তরুণই। ফুটবল দেবতা তাঁর পায়ে যেন অর্ঘ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। ড্রিবলিং, শুটিং, পাসিং এবং স্কোরিং;সবকিছুতেই যেন অপ্রতিরোধ্য কাভারস্কেইয়া। বল নিয়ন্ত্রণ থেকে গোল পোস্টে শট যেন সবুজ গালিচায় রং-তুলির আঁচড়।

জর্জিয়ায় বয়সভিত্তিক ফুটবল খেলার সময় থেকেই আলো ছড়াতে শুরু করেন কাভারাস্কেইয়া। সে সময় প্রতি ম্যাচে ১০টির বেশি ড্রিবলিং করে ডেটা সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলেন তিবিলিসির ছোট্ট এই কিশোর। প্রতিষ্ঠানগুলো ভেবেছিল তাদের ড্রিবলিং মেট্রিকসই হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে।

ফুটবলে সর্বকালের সেরা ড্রিবলারদের তালিকা করতে গেলে সবার আগে যার নাম আসে, সেই গারিঞ্চার সঙ্গে মিলিয়ে তখন তাকে ‘কাভারিঞ্চা’ ডাকাও শুরু হয়। বয়স ২১ পেরোনোর আগেই কাভারাস্কেইয়ার সঙ্গে জুড়ে যায় ফুটবল ইতিহাসের তিন নক্ষত্র— মেসি, মারাদোনা ও গারিঞ্চার নাম! দিনেমোর হয়ে শুরুর পর রুস্তাভি, লোকোমোটিভ মস্কো, রুবিন কাজান, দিনামো বাতুমি হয়ে কাভারাস্কেইয়া এ মরশুমে ঠিকানা খুঁজে নেন নাপোলিতে।

ইতালিতে কাভারাস্কেইয়া তাঁর যাত্রাটা হয়তো হাঁটি হাঁটি পা পা করে মাত্র শুরু করেছেন, তবে এর মধ্যেই ফুটবলের ছায়াপথে এক উদীয়মান নক্ষত্র বলা যায় তাঁকে। নাপোলির হয়ে প্রতি ম্যাচেই যেন তিনি আরও ক্ষুরধার, আরও অপ্রতিরোধ্য। নাটমেগ, ডাবল নাটমেগে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন।

কেন নাপোলি সমর্থকেরা তাঁকে ‘কাভারাডোনা’ নাম দিয়েছেন, সেটা বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে লাৎসিওর বিপক্ষে ম্যাচটিতে। যেভাবে মাছের মতো শরীর বাঁকিয়ে শট নিয়ে পোস্ট কাঁপিয়েছিলেন, সেই শধ হয়তো আরও অনেক দিন পর্যন্ত লাৎসিও গোলরক্ষক ইভান প্রোভেদেলের ঘুমের ভেতর দুঃস্বপ্ন হয়ে হানা দেবে। সেই মুহূর্তটি একই সঙ্গে মারাদোনাকেও মনে করিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:49, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111